নির্বাচিত চল্লিশটি হাদিসে কুদসী

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

নির্বাচিত চল্লিশটি
হাদিসে কুদসী

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

আরবি প্রভাষক
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১৭-২৩২৩৬৪

Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com
PDF by (Masum Billah

নির্বাচিত চল্লিশটি হাদিসে কুদসী

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০, ২০১৭ ঈসায়ী
চিশ্‌তি প্রকাশনী, বালুচরা, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।
কম্পোজ : এম. সাইফুল আলম, আন্দরকিল্লা।
প্রচ্ছদ : এটাচ এ্যাড, আন্দরকিল্লা।
মূল্য : (১২০/-) একশত বিশ টাকা

Nerbachito Chollishti Hadiche Cudosi
by Hafez Mawlana Mohammad Osman Gani
Published by Chishty Prokashoni, Baluchara, Bayzid
Chittagong, Bangladesh. Price: 120/- only, US$ 03

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
▪ হাদিসে কুদসীর সংজ্ঞা	০৫
▪ শয়তানের প্রতারণা	০৭
▪ বান্দার সৎ ও অসৎ কাজ লিপিবদ্ধ করা হয়	১০
▪ প্রতিবেশী সাক্ষীর ফযিলত	১৩
▪ দয়ালু আল্লাহ বান্দার গুনাহ গোপন রাখেন	১৬
▪ কালিমায়ে শাহাদাতের ফযিলত	১৯
▪ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি জান্নাতীদের জন্য বড় নিয়ামত	২২
▪ চাশতের নামাজের ফযিলত	২৪
▪ মসজিদ আবাদকারীর ফযিলত	২৬
▪ নফল নামাযের ফযিলত	২৮
▪ ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য	৩১
▪ সাদকার ফযিলত	৩৪
▪ দান করার ফযিলত	৩৭
▪ নফল হজ্বের ফযিলত	৪১
▪ দোয়া'র ফযিলত	৪৩
▪ আল্লাহ্‌র রহমত	৪৭
▪ আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতিদান	৫০
▪ শিরক থেকে বেঁচে থাকা	৫১
▪ দুরূদ-সালামের ফযিলত	৫৩
▪ শাহাদতের ফযিলত	৫৫
▪ আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখার ফযিলত	৫৭
▪ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসার প্রতিদান	৫৯
▪ আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ঘৃণার প্রতিদান	৬১
▪ পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দোয়ার ফযিলত	৬৩
▪ অসহায় বান্দাকে সহায়তা প্রদানের ফযিলত	৬৫
▪ অভাবগ্রস্তকে অবকাশ প্রদান করার ফযিলত	৬৮
▪ রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েবের অধিকারী ছিলেন	৭১
▪ অন্ধত্বের প্রতিদান জান্নাত	৭৪
▪ খোদাভীতির ফযিলত	৭৬
▪ রুগ্ন অবস্থায় ধৈর্যের ফযিলত	৭৮
▪ অহংকারের পরিণাম জাহান্নাম	৮০
▪ ছবি অংকন হারাম	৮২
▪ অনধিকার বিষয়ে শপথ করার পরিণাম	৮৩
▪ মযলুমের দোয়া কবুল হয়	৮৫
▪ রোযার ফযিলত	৮৭
▪ আল্লাহ্‌র ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করার পরিণাম	৯০
▪ উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ'র ফযিলত	৯২
▪ আল্লাহ্‌র অপূর্ব নিয়ামত	৯৭
▪ নবী করিম ﷺ'র মমতা	৯৮
▪ ছয়টি অভ্যাস	১০০
▪ আল্লাহ্‌র আহ্বান	১০২

লেখকের কথা

মহান আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা যার ওহী বা ঐশী বাণীর মাধ্যমে কুরআন-হাদিস সৃষ্টি হয় যা ইসলামী শরীয়তের মূলমন্ত্র ও মানবজাতির দিক-নির্দেশক। অসংখ্য দুরূদ-সালাম প্রেরণ করছি মানবতার অগ্রদূত যার মুখ নিঃসৃত বাণী কুরআন-হাদিস হয়েছে। স্মরণ করছি সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কিরামগণকে এবং তৎপরবর্তী মুহাদ্দিসীনে কিরামগণকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা কুরআন-হাদিস বিশুদ্ধভাবে পেয়েছি। আল্লাহ্‌ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

শরীয়তের মূল ভিত্তি হল, কুরআন ও হাদিস। আবার হাদিস দু'প্রকার। ১. হাদিসে নববী, ২. হাদিসে কুদসী। হাদিসের বিশাল ভান্ডারের মধ্যে তাকরার সহ হাদিসে কুদসীর সংখ্যা প্রায় চারশত। তাকরার বাদ দিলে হয় মাত্র একশত এগারটি। এগুলোর মধ্য থেকে বিষয়বস্তু ও সংক্ষিপ্ততার বিবেচনায় মাত্র চল্লিশটি হাদিস নির্বাচিত করেছি অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহকারে পাঠক মহলকে উপহার দেয়ার জন্য।

আমাদের পূর্ববর্তী বড় বড় মুহাদ্দিসীনে কেরামগণের অনেকেই চল্লিশ হাদিসের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমারও দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা ছিল চল্লিশ হাদিসের উপর একটি পুস্তক রচনা করব। এটার অনেক ফযিলতও হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে। সেই সব ফযিলত অর্জনের আশায় অদম এ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

তাছাড়া আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমান হাদিসে কুদসী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। এ পুস্তিকার মাধ্যমে আশাকরি এর অবসান ঘটবে।

বইটি নির্ভুল করতে আন্তরিকতার ও চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন ভুল-ভ্রান্তি কারো দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদেরকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্‌।

পরিশেষে প্রকাশক সহ যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হল সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল এবং মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন রইল যেন সকলকে উভয় জগতের কামিয়াবী দান করেন।

আমীন বেহুরমাতে সায়্যিদিল মুরসালীন।

হাদিসে কুদসীর সংজ্ঞাঃ

الْاَحَادِيْثُ الْقُدْسِيَّةُ هِيَ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالَّذِىْ رَوَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَفْظًا وَ مَعْنًى আহাদীসে কুদসীয়্যাহ বলা হয়- আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের কালামকে, যা নবী করিম ﷺ সমগ্র জগতের পালনকর্তা থেকে শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে বর্ণনা করেছেন।[১]

যে হাদিসে "আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন" শব্দ আছে ঐসব হাদিসকে হাদিসে কুদসী বলা হয়। এ ধরনের হাদিসের ভাব আল্লাহ্‌ তায়ালা নবী করিম ﷺ'র অন্তরে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে জানিয়ে দিতেন। আর নবী করিম ﷺ নিজের ভাষায় قَالَ اللهُ تَعَالَى বলে আরম্ভ করতেন। যেমন قَالَ اللهُ تَعَالَى الصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ ।

হাদিসে নববী ও হাদিসে কুদসীর পার্থক্য:

১. যে হাদিসের ভাব, ভাষা ও ইসনাদ সবগুলো নবী করিম ﷺ'র দিকে হয়, তাকে হাদিসে নববী বলা হয়। যেমন- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ । আর যে হাদিসের মর্ম ও ইসনাদ তথা সম্পর্ক আল্লাহ্‌র দিকে হয় এবং শব্দ নবী করিম ﷺ'র হয়, তাকে হাদিসে কুদসী বলা হয়। যেমন- قَالَ اللهُ تَعَالَى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ।

২. হে হাদিসে قَالَ النَّبِيُّ ﷺ অথবা قَالَ رسول الله ﷺ বা فَعَلَ رسول الله ﷺ কিংবা نهى رسول الله ﷺ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা শুরু হয় তাকে হাদিসে নববী বলা হয়। পক্ষান্তরে যে হাদিসে قال الله تعالى বা يقول الله تعالى কিংবা اوحى الله تعالى শব্দ দ্বারা শুরু হয় তাকে হাদিসে কুদসী বলা হয়।

৩. হাদিসে নববীতে সাধারণত জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় ব্যাপারে হয়ে থাকে। আর হাদিসে কুদসীতে অধিকাংশ পারলৌকিক ব্যাপারে হয়ে থাকে।

কুরআন ও হাদিসে কুদসীর মধ্যকার পার্থক্য:

১. কুরআনের لفظ, معنى ও اسناد সবগুলো আল্লাহ্‌র। পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসীতে اسناد ও معنى আল্লাহর দিকে হয় কিন্তু لفظ হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর।

২. কুরআনের জন্য تَوَاتُرْ শর্ত কিন্তু হাদিসে কুদসীর জন্য তা শর্ত নয়।

৩. কুরআন হচ্ছে معجز কিন্তু হাদিসে কুদসী معجز নয়।

---

[১]. আল আহাদীসুল কুদসীয়্যাহ, পৃ. ৩

৪. কুরআন নামাযে তিলাওয়াত করা হয় পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসী দিয়ে নামায পড়লে নামায হবেনা।

৫. কুরআন মাজীদ উযূ ছাড়া স্পর্শ করা হারাম পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসী উযূ ছাড়াও স্পর্শ করা জায়েয যদিও অনুত্তম।

৬. কুরআনে কারীম গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তিলাওয়াত করা হারাম আর হাদিসে কুদসী তিলাওয়াত করা জায়েয।

৭. কুরআনে কারীম রেওয়ায়েত বিল মায়ানী হারাম পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসী তার বিপরীত।

৮. কুরআন মাজীদের এক অক্ষর তিলাওয়াতে দশটি নেকী পাওয়া যায় আর হাদিসে কুদসীতে তা অনুপস্থিত।

৯. কুরআনে কারীমকে অস্বীকার করা কুফুরী আর হাদিসে কুদসী অস্বীকারকারী কাফের হবে না।

১০. কুরআন মাজীদ হযরত জিব্রাঈল আ.'র মাধ্যমে নাযিল হয়েছে পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসী ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অবতীর্ণ হয়েছে।

আরবী পড়ুয় ছাত্রদের সুবিধার্থে আরবীতে কুরআন ও হাদিসে কুদসীর পার্থক্য নিম্নে বর্ণিত হল–

(١) اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ لَفْظٌ مُعْجِزٌ وَمُنَزَّلٌ بِوَاسِطَةِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَالْحَدِيْثُ الْقُدْسِيِ لَفْظُهُ غَيْرُ مُعْجِزٍ وَبِدُوْنِ وَاسِطَةٍ.

(٢) اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ مُتَوَاتِرَةٌ كُلُّهُ وَالْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ مِنْهُ الْمُتَوَاتِرُ وَغَيْرُ الْمُتَوَاتِرِ.

(٣) اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ مُعْجِزَةٌ بَاقِيَةٌ عَلَى مَرِّالدُّهُورِ مَحْفُوْظٌ مِنَ التَّغْيِيْرِ وَالتَّبْدِيْلِ وَالْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ غَيْرُ ذَالِكَ.

(٤) اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ يُتْلَى فِى الصَّلَاةِ وَالْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ لَايُتْلَى فِى الصَّلَاةِ.

(٥) اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ يَحْرُمُ مَسَّهُ لِلْمُحْدَثِ وَيَحْرُمُ تِلَاوَتُهُ لِلْجُنُبِ وَالْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ غَيْرُ ذَالِكَ.

(٦) اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ يَحْرُمُ رِوَايَتُهُ بِالْمَعْنَى وَالْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ غَيْرُ ذَالِكَ.

(٧) اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ كُلُّ حَرْفٍ فِيهِ يَتْلُوْهُ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَالْاَحَادِيْثُ الْقُدْسِيُّ لَيْسَتْ كَذَالِكَ.

(٨) جَاحَدَ الْقُرْاٰنَ كَافِرٌ بِخِلَافِ الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِ فَلَا يَكْفُرُ.[২]

[২]. আল আহাদীসুল কুদসীয়্যাহ, আরবী, পৃ. ৩-৪

শয়তানের প্রতারণা

١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ: مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟))

১. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা (রাসূলুল্লাহ ﷺ)কে সম্বোধন করে এরশাদ করেন, নিশ্চয় আপনার উম্মত বলতে থাকবে যে, এটা কি? ওটা কি? (অর্থাৎ একে কে সৃষ্টি করেছে? ওকে কে সৃষ্টি করেছে?) এমনকি এটাও বলবে যে, ইনি আল্লাহ্, যিনি সমগ্র মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?[৩]

ব্যাখ্যা: শয়তান হযরত আদম আ.'কে সিজদা না করার কারণে চির অভিশপ্ত ও জাহান্নামী হয়েছে বিধায় সে প্রতি মুহূর্তে বণি আদম তথা আদম জাতিকে প্রতারিত করতে চায়। এমনকি আল্লাহ্‌র ব্যাপার নিয়েও মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে শিরক গুনাহে লিপ্ত করে তাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা চালায়। অনেক ক্ষেত্রে বান্দা শয়তানের ধোকায় পড়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ফলে ঈমানহারা হয়ে নাস্তিকে পরিণত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যায়।

হাদিস শরীফে আছে, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ (متفق عليه)
'শয়তান মানুষের মনের মধ্যে তার রক্তের মত বিচরণ করে থাকে।'

শয়তানী ওয়াসওয়াসা যদি মানুষের অন্তরে আসে ও দ্রুত চলে যায় এবং মুখে উচ্চারণ ও কাজে বাস্তবায়ন না করে তাতে কোন গুনাহ নেই। কেননা রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ. (متفق عليه) নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা আমার

[৩]. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-১৩৬

উম্মতের অন্তরের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করে দিবেন যতক্ষণ না তারা কাজে বাস্তবায়ন করবে অথবা মুখে উচ্চারণ করবে।[৪]

শয়তানী প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায় ঃ

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু তবে তাকে দেখা যায়না বলে তাকে প্রতিহত করা কষ্টসাধ্য। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু তদবীর বলে দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ. (متفق عليه) শয়তান তোমাদের কারো নিকট এসে বলে, অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করেছে? অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করেছে? এমনকি সে বলে তোমাদের প্রভুকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন এতটুকুতে পৌঁছে যাবে তখন اعوذ بالله বলে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাও এবং (এ বিষয়ে) বিরত থাক।[৫]

উপরোক্ত হাদিসের পরের হাদিসে এসেছে- فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ. (متفق عليه) অর্থাৎ মানুষের অন্তরে এরূপ খেয়াল আসলে কিংবা কেউ প্রশ্ন করলে সাথে সাথে বলতে হবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি।[৬]

অপর এক হাদিসে এসেছে, এ ধরণের ধারণা আসলে কিংবা কেউ প্রশ্ন করলে তাদের বলা হয়েছে তোমরা সূরা ইখলাস পাঠ কর। তারপর নিজের বাম দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করবে আর বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাইবে।[৭]

সূরা ইখলাস পাঠ করার কারণ হল- এই সূরাতে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের পরিচয় এবং মনে আগত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। আর বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে বলার কারণ হল– শয়তান বাম দিক থেকেই আসে। তাই থুথু নিক্ষেপ করে তাকে ধিক্কার দিয়ে বিতাড়িত করা হয়।

[৪]. সহীহ বুখারী-মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ. ১৮
[৫]. বুখারী-মুসলিম, সূত্র, মিশকাত, পৃ. ১৮
[৬]. বুখারী-মুসলিম, সূত্র, মিশকাত, পৃ. ১৮
[৭]. আবু দাউদ, সূত্র, মিশকাত, পৃ. ১৯

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. মনের ওয়াসওয়াসা নিন্দনীয়। মানুষের উচিত আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা। কুরআন-হাদিসে যতটুকু বর্ণিত আছে ততটুকু বিশ্বাস করা।

২. উক্ত হাদিসে ইলমে কালাম এর মন্দ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. মনের মধ্যে শয়তানী প্রতারণা উপলব্ধি করলে তাৎক্ষনিকভাবে তাকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করতে হবে।

৪. মনের ওয়াসওয়াসা মনেই শেষ করে দিতে হবে। মুখে উচ্চারণ কিংবা কাজে বাস্তবায়ন করা যাবে না।

বান্দার সৎ ও অসৎ কাজ লিপিবদ্ধ করা হয়

২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً))

২. অনুবাদঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা. নবী করিম ﷺ থেকে, তিনি স্বীয় মহান প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আল্লাহ্ তায়ালা) এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা নেকী-বদী সমূহ লিখে রাখেন। অতঃপর তিনি বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন- কোন ব্যক্তি নেকী করার ইচ্ছা করল কিন্তু তা বাস্তবায়ন করেনি। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নিকট পরিপূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করে রাখেন। পক্ষান্তরে বান্দা নেকীর ইচ্ছে করল এবং তা কাজে বাস্তবায়ন করলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নিকট দশ গুণ নেকী থেকে সাতশত গুণ নেকী বরং এর চেয়ে বেশী নেকীর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে রাখেন। আর যে ব্যক্তি মনে মনে বদ তথা খারাপ কাজের ইচ্ছে করে তবে এর উপর আমল করেনি তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ নেকী লিখে রাখেন। আর যদি সে পাপ কাজটি করে ফেলে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য মাত্র একটি গুণাহ লিপিবদ্ধ করে রাখেন।[৮]

ব্যাখ্যাঃ "আল্লাহ্ তায়ালা নেকী-বদী লিখে রাখেন" এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের নেকী-বদীকে লৌহ মাহফুজে লিখে রেখেছেন। কেননা তিনি লৌহ মাহফুজে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

৮. সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৬৪৯১, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-১৩১, সূত্র: সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ।

আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।[৯] অন্যত্র বলা হয়েছে- وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ আর প্রত্যেক ছোট-বড় বিষয় লিখিত আছে।[১০]

উপরোক্ত আয়াত দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা নেকী ও বদীকে তাঁর নিকট লৌহমাহফুজে লিখে রেখেছেন।

দ্বিতীয় অর্থ হল- বান্দা যখন নেকী-বদীর ইচ্ছে করে কিংবা বাস্তবায়ন করে, তখন তিনি স্বীয় কুদরতী শক্তি ও হেকমত মতে এবং স্বীয় ইনসাফ ও দয়া মোতাবেক লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার প্রতি এতই দয়াবান যে, বান্দা মনে মনে কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে কাজে বাস্তবায়ন না করলেও তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ নেকীর সাওয়াব দান করেন। যেমন কেউ মনে মনে সাদকা করার নিয়ত করল কিন্তু কোন কারণে তা করতে পারেনি। শুধু তার মনের নিয়তের কারণে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব প্রদান করা হবে। আর তা যদি সে বাস্তবায়ন করে তবে তার নিয়তের বিশুদ্ধতার উপর ভিত্তি করে তাকে দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত সাওয়াব প্রদান করা হবে। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট বান্দার নেক ইরাদাও নেকী হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে বান্দা কোন গুনাহের ইচ্ছে করল কিন্তু আল্লাহ্র ভয়ে তা কাজে বাস্তবায়ন করেনি তাকেও একটি পূর্ণাঙ্গ নেকীর সাওয়াব প্রদান করেন। এক হাদিসে এসেছে لِأَنَّهُ تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ "কেননা সে কেবল আমার (ভয়ের) কারণে গুনাহ পরিত্যাগ করেছে।" পক্ষান্তরে বান্দা মন্দ কাজটি যদি বাস্তবায়ন করেও ফেলে তিনি এতই দয়াবান যে, তবুও মাত্র একটি পাপের গুনাহ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তিনি কেবল ভাল কাজের পূণ্যকে সাতশত গুণ পর্যন্ত এমনকি তার চেয়েও বেশী গুণ লিপিবদ্ধ করেন খারাপ কাজের গুনাহকে নয়। বরং ওটাকে একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবেনা।[১১]

৯. সূরা কামার, আয়াত: ৪৯।
১০. সূরা কামার, আয়াত: ৫৩।
১১. সূরা আনআম, আয়াত: ১৬০।

অন্য একটি হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ .

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন- আমার বান্দা কোন গুনাহ্‌র কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা না করা পর্যন্ত (ফেরেস্তাদেরকে বলেন) তার গুনাহ্ লেখোনা। আর যদি তা করেও ফেলে, তাহলে তা সমপরিমাণ লেখো আর যদি সে ঐ গুনাহের কাজ আমার কারণে পরিহার করে, তাহলেও তার জন্য একটি নেকী লেখো। পক্ষান্তরে বান্দা যদি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু তা না করে, তবুও তোমরা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর যদি সে তা সম্পাদন করে, তবে তার জন্য তোমরা কাজটির দশগুণ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত লেখো।[১২]

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি দ্বীনের অর্ধেক। কেননা দ্বীনের বুনিয়াদ নিয়ত ও আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমলের জন্য প্রয়োজন হল সুন্নাত মোতাবেক হওয়া আর নিয়তের জন্য প্রয়োজন হল তাতে ইখলাস থাকা।

২. আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার প্রতি অতি দয়ালু।

৩. উক্ত হাদিস দ্বারা তাকদীরের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ভাল-মন্দ লিখে রাখা মানে চূড়ান্ত ফায়সালা হওয়া। আর এটাই হল তাকদীর।

৪. উক্ত হাদিস দ্বারা আল্লাহ্‌র জন্য লিখা সিফাত সাব্যস্ত হয়, তবে এটি মহান আল্লাহ্‌র শান মোতাবেক হয়ে থাকে। এর হাকীকত তিনি ব্যতিত কেউ জ্ঞাত নন।

৫. ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে বান্দার মনের ভাল-মন্দ ইচ্ছে ও আমল লিখে থাকেন। তারা মানুষের মনের ইচ্ছা ও খেয়াল সম্পর্কেও অবহিত।

[১২]. সহীহ বুখারী শরীফ, খণ্ড-২য়, পৃ. ১১১৭, হাদিস নং ৬৯৯২, সূত্রঃ বার মাসের আমল ও ফযিলত, পৃ. ২০৬।

প্রতিবেশী সাক্ষীর ফযিলত

٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ .

৩. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি স্বীয় প্রভু থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- কোন মুসলমান বান্দা মৃত্যুবরণ করলে তার নিকটতম তিন জন প্রতিবেশী তার নেককার হওয়ার সাক্ষী দেয় তবে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি আমার বান্দাদের জ্ঞানানুযায়ী সাক্ষকে কবুল করলাম আর আমিও তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম যা আমার ইলমে রয়েছে।[১৩]

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিস শরীফে বান্দার মাগফিরাতের একটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল, কোন মুসলমান মারা গেলে তার প্রতিবেশী তিনজন লোকে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সাক্ষ্য কবুল করবেন এবং আল্লাহ্‌র জ্ঞানে তার যত গুনাহ রয়েছে তিনি সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। জীবদ্দশায় প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করলেই মৃত্যুর পরে প্রতিবেশী তার পক্ষে সাক্ষী দেবে। তাই প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে প্রতিবেশীর সাথে সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন- وَالْجَارِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِالْجُنُبِ নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথে সদয় ব্যবহার কর।

নিজের বাসস্থানের নিকটে অবস্থানকৃত লোকদেরকে প্রতিবেশী বলে। বাড়ীর চতুর্দিকে ৪০ বাড়ি হলো প্রতিবেশী। ইমাম যুহরী র. বলেন, কারো চারপাশে ৪০ গজের মধ্যে যারা বসবাস করে তাদেরকে প্রতিবেশী বলে।

[১৩]. মুসনাদে আহমদ, খণ্ড-২, পৃ. ৩৮৪, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাত, পৃ. ৯৬।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ঈমানের পরিপন্থি কাজ। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।[১৪]

হযরত আয়েশা ও ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ জিব্রাঈল আ. আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতবেশী তাকীদ দিতেন, মনে হয়েছিল তিনি তাদেরকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।[১৫]

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ আল্লাহ্র নিকট সেই বন্ধুই উত্তম, যে নিজের বন্ধুর কাছে উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট সেই প্রতিবেশীই উত্তম, যে নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।[১৬]

প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে ইমাম গায্যালী র. বলেন, প্রতিবেশীকে আগে সালাম দেওয়া, তার সাথে লম্বা গল্প না করা, তার অবস্থা সম্পর্কে বেশী প্রশ্ন না করা, অসুস্থ হলে তার সেবা করা, মুসিবতের সময় তার প্রতি সমবেদনা জানানো, দুঃখের সময় তার সাথে সঙ্গ দেওয়া, তার আনন্দের সময় তাকে মোবারকবাদ দেওয়া, তার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করা, ছাদের উপর উঠে তার ঘরের দিকে উকি না মারা, তার দেয়ালে জিনিস পত্র রেখে তাকে কষ্ট না দেওয়া, তার ঘরের নালায় পানি ঢালবে না, তার উঠানে গাছ-গাছারি রাখবে না, তার ঘরে যাওয়ার রাস্তা সরু করে দিবেনা, সে তার ঘরে কিছু আনলে বারংবার সেদিকে তাকাবে না, তার কোন দোষ দেখলে প্রকাশ না করা, সে কোন মুসিবতে পতিত হলে উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা করা, প্রতিবেশী পুরুষ অনুপস্থিত থাকলে তার ঘরের প্রতি খেয়াল রাখা এবং হেফাজত করা, তার বিপরীত কোন কথা না শুনা, তার ইজ্জত-সম্মানের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখা, তার স্ত্রী কিংবা সেবিকাগণের

[১৪]. মিশকাত শরীফ।

[১৫]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২২।

[১৬]. তিরমিযী ও দারেমী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২৪।

প্রতি দৃষ্টি না দেয়া, তার আওলাদগণের সাথে নম্র ব্যবহার করা এবং স্বীয় প্রতিবেশীকে দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করবে যা সে জানেনা।[১৭]

মোদ্দাকথা হল প্রতিবেশীর সাথে জীবদ্দশায় সদ্ব্যবহার করলে মৃত্যুর পর তার সাক্ষ্য নাজাতের উসিলা হবে।

জানাযা নামাজের পর উপস্থিত জনতা থেকে মৃত্যু ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা এবং সকলেই এক বাক্যে ভাল বলে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েয। এই সাক্ষ্য আল্লাহ্ কবুল করলে বান্দার নাজাত হয়ে যাবে নিশ্চয়।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. হাদিসে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

২. বান্দা গুনাহ্গার হওয়া সত্ত্বেও শুধু প্রতিবেশীর সাক্ষ্য দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

৩. জীবতদের সুপারিশ মৃতদের উপকারে আসে।

৪. জানাযা মৃতু ব্যক্তির বাসস্থানের কাছাকাছি হওয়া উচিৎ যেন প্রতিবেশীরা জানাযায় অংশগ্রহণ করে সাক্ষ্য দিতে পারে।

[১৭]. এহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন খণ্ড-২, পৃ. ২১৩, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ৯৮।

দয়ালু আল্লাহ বান্দার গুনাহ গোপন রাখেন

٤. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ! أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ {هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}

৪. অনুবাদঃ হযরত সাফওয়ান ইবনে মুহরিয মাযিনী র. বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর রা.'র হাত ধরে চললাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগল (হে ইবনে ওমর!) আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কানে কানে কথা বলা সম্পর্কে কিরূপ হাদিস শুনেছেন? হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তায়ালা মু'মিনকে নিজের নিকটে আনবেন অতঃপর স্বীয় (কুদরতী) বাহু তার (মু'মিনের) উপর রাখবেন আর তাকে গোপন করে ফেলবেন। তারপর বলবেন- তুমি (তোমার) অমুক গুনাহ সম্পর্কে অবহিত আছ? তুমি (তোমার) এরূপ গুনাহ সম্পর্কে অবহিত আছ? সে বলবে- হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! যখন আল্লাহ্ তায়ালা তার থেকে গুনাহের স্বীকারোক্তি নিয়ে নিবেন তখন বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে যে, এখন আমার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, পৃথিবীতে আমি তোমার ঐসব গুনাহ গোপন রেখেছি, আর আজ তোমার ঐসব গুনাহ

আমি ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তাকে তার নেকী সমূহের কিতাব দেয়া হবে। পক্ষান্তরে কাফির-মুনাফিক সম্পর্কে আহলে হাশর তথা হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকেরা বলবে "ওরা ওসব লোক যারা আল্লাহ্ তায়ালার উপর মিথ্যারোপ করেছে। সাবধান! যালিমদের উপর আল্লাহ্ তায়ালার অভিশাপ।"[১৮]

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দার প্রতি এতই দয়ালু যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার নিকটবর্তী হয়ে তাকে অন্যদের থেকে গোপন করে চুপে চুপে তার গুনাহের কথা জিজ্ঞাসা করবেন। বান্দা তার কৃত গুনাহ স্বীকার করবে এবং গুনাহের শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে পড়বে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে শান্তনা দিয়ে বলবেন, বান্দা! দুনিয়াতে আমি তোমার গুনাহ গোপন রেখেছি। আর আজ কিয়ামত দিবসে তোমার গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিলাম।

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন- كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ . (متفق عليه) যারা নিজের অপরাধ প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় তাদের ব্যতিত আমার উম্মতের প্রত্যেককে ক্ষমা করা হবে। এটা কতই অস্পর্ধা যে, কোন লোক রাতে গুনাহের কাজ করে আর আল্লাহ তায়ালা তার সে গুনাহ গোপন রেখেছেন। অতঃপর সে সকালে উপনীত হলে বলে, হে অমুক! আমি গত রাতে এরূপ এরূপ কাজ করেছি। আল্লাহ্ তায়ালা যা ঢেকে রেখেছেন সে তা প্রকাশ করে দেয়।[১৯]

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার গুনাহ গোপন রাখেন। কারণ, তাঁর অন্যতম একটি নাম হল ستار তথা গুনাহ গোপনকারী। বান্দা নিজের গুনাহ সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যকে বলে সাক্ষী করবে না ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ গোপন রাখবেন এবং

---

[১৮]. সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং-৫০১০, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়া, পৃ. ১০৯।
[১৯]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪১২।

তাঁর দয়া হলে তাকে ক্ষমাও করে দেবেন। কিন্তু বান্দা যখন তার গুনাহের সাক্ষী বানায় তখন তা আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করেন না।

উল্লেখ্য যে, পূর্বযুগে রাতের বেলায় কেউ কোন গুনাহ করলে সকালে তার কপালে সেই গুনাহ লিপিবদ্ধ করে দেয়া হত। ফলে সে জনসমাজে ধিকৃত হত। কিন্তু কেবল আমাদের রাসূল ﷺ'র উসিলায় আল্লাহ্ তায়ালা এ ধরনের শাস্তি হতে উম্মতে মুহাম্মদীকে মুক্তি দিয়েছেন।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. আল্লাহ্ বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

২. হাশরের ময়দান সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। ওখানে বান্দার হিসাব-নিকাশ হবে। প্রত্যেককে নিজের আমলনামা দেয়া হবে।

৩. কুফুরী ও মুনাফেকী নিন্দনীয় কাজ। কাফের ও মুনাফিকের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়।

৪. শয়তানের কুমন্ত্রণায় বান্দা কোন গুনাহ করলে তা কারো নিকট প্রকাশ করা উচিত নয় বরং তৎক্ষণাত আল্লাহ্র দরবারে তাওবা করে গুনাহ মাফ চাওয়া প্রয়োজন।

কালিমায়ে শাহাদাতের ফযিলত

٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ، فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ)).

৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে সমগ্র সৃষ্টি থেকে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তায়ালা পৃথক করবেন এবং তার সামনে তার নিরান্নব্বইটি রেজিস্ট্রার তথা আমলনামা খুলবেন। এগুলোর প্রত্যেকটি দৃষ্টিশক্তি যতটুকু যায় ততটুকু পরিমাণ দীর্ঘ হবে। তারপর তিনি (বান্দাকে উদ্দেশ্য করে) বলবেন, এগুলো লিখিত গুনাহসমূহ তুমি কি অস্বীকার কর? তুমি কি মনে কর আমার (আমল লেখার দায়িত্ববান) ফেরেশতারা এতে অতিরিক্ত কিছু লিখেছে? বান্দা বলবে, হে আমার রব! মোটেও না। আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, তোমার কি কোন

অভিযোগ আছে? সে বলবে- না' হে আমার প্রতিপালক! তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, হ্যাঁ, তোমার একটি নেকী আমার কাছে আছে। আজকে তোমার উপর কোন যুলুম করা হবেনা। অতঃপর একটি কাগজের টুকরো তিনি বের করবেন যাতে লিখা থাকবে কালিমায়ে শাহাদাত তথা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যাও, ওগুলো ওযন দিয়ে দেখ। বান্দা বলবে- হে পরওয়ার দিগার! এতগুলো রেজিস্ট্রারের মধ্যে অর্থাৎ এত বেশি গুনাহের মধ্যে এই ছোট্ট টুকরোটি দিয়ে কী হবে? তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, নিশ্চয় তোমার উপর যুলুম করা হবেনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, ঐসব দীর্ঘ রেজিস্ট্রারসমূহকে এক পাল্লায় আর কাগজের টুকরো খানা অপর পাল্লায় রেখে ওযন দেয়া হবে। তখন রেজিস্ট্রারের পাল্লা হাল্কা হবে আর কাগজের টুকরোর পাল্লা ভারী হবে। কারণ আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র নাম থেকে বেশী ওযনী ও ভারী কোন বস্তু হতে পারে না।[২০]

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিসখানা ঈমান-আকীদার ফযিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে বড় একটি দলীল। "আল্লাহ্র একত্ববাদ ও মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল" এ দু'টির সাক্ষ্য দেওয়াই হল ঈমানের মূল। এটি পরকালে বান্দার নাজাতের উসীলা হবে।

বান্দা নিজের অসংখ্য গুনাহ দেখে কালিমায়ে শাহাদাত লেখা কাগজের টুকরোটিকে তুচ্ছ মনে করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাম যে কত ভারী তা বুঝতে পারেনি। অবশেষে এই কালিমাই তার গুনাহের বিশাল রেজিস্ট্রারের মোকাবেলায় ভারী হয়ে বান্দাকে নাজাত দিবে।

অন্য হাদিসে আছে, مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إلَّا اللهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ "যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে জান্নাতে যাবে।"

উল্লেখ্য যে, জান্নাতে যাওয়ার জন্য ঈমান থাকা আবশ্যক। তবে আমল দ্বারা বান্দা জান্নাতে উঁচু স্থান লাভ করবে। তাই ঈমান-আকীদার বিষয়ে কোন আপোষ নেই।

[২০]. সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ২৬৩৯, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ১২৩।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. কিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশ সত্য।

২. মিযান সত্য। এতে বান্দার আমল পরিমাপ করা হবে।

৩. আমলনামা ফেরেশতা কর্তৃক লেখা হয়।

৪. কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকের আমলনামা তার সামনে পেশ করা হবে।

৫. আমল লিখার ক্ষেত্রে ফেরেশতা বিন্দুমাত্র অতিরিক্ত লিখেন না।

৬. কিয়ামত দিবসে কারো উপর যুলুম করা হবে না। বরং বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার উপায় বের করা হবে।

৭. কালিমায়ে শাহাদাতের মূল্য অপরিসীম।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি জান্নাতীদের জন্য বড় নিয়ামত

٦. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

৬. অনুবাদঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা উপস্থিত, আপনার পক্ষ থেকে সৌভাগ্যশালীর আশারাখি আর সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন- তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবো না? আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন তা অন্য কোন মাখলুককে দেননি। আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেবো না? তারা আরজ করবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়ে উত্তম বস্তু কি হতে পারে? আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, আমি তোমাদের জন্য আমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম। অতঃপর আমি তোমাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবোনা।[২১]

ব্যাখ্যাঃ জান্নাত অত্যন্ত আরাম-আয়েশ ও সুখ-ভোগের স্থান। সেখানে চিরশান্তি বিরাজমান। বান্দার চাহিদা মোতাবেক সবকিছু বিদ্যমান সেখানে। এতদ্বসত্ত্বেও আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি হল সর্বোত্তম নিয়ামত। আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাত বাসীর জন্য তাও প্রদান করবেন অথচ এ বিষয়ে

[২১]. সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭৫১৮, সহীহ মুসলিম, ৯/২৮২৯, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ১৫৬

তাদের ধারণাও থাকবে না। ফলে তারা জান্নাতের নিয়ামতরাজীকে সর্বোত্তম নিয়ামত মনে করবে।

হাদিসে পাকের শিক্ষাঃ

১. জান্নাতীদের সাথে আল্লাহ্ তায়ালা কথা বলবেন।
২. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বত্তোম নিয়ামত। কেননা এই নিয়ামত প্রাপ্ত হলে বাকী সব নিয়ামত পদচুম্বন করবে।
৩. মানুষের উচিত সর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা এবং যে সব আমলে আল্লাহ্ সন্তুষ্টি হন তা বেশী করে করা।
৪. যাদের উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্টি হবেন তাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না।

চাশতের নামাজের ফযিলত

৭. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ ((ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ)) .

৭. অনুবাদঃ হযরত আবুদ্ দারদা ও হযরত আবু যর গিফারী রা. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহ্ তায়ালা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তানরা! তুমি দিনের প্রথমভাগে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে চার রাকাত নামায পড়, আমি তোমাকে দিনের শেষভাগ পর্যন্ত (যাবতীয় মুসিবত থেকে) হেফাজত করবো।[২২]

ব্যাখ্যাঃ বর্ণিত হাদিসে দিনের প্রথমভাগে চার রাকাত নফল নামাজের কথা বলা হয়েছে। সূর্য উদয়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আদায়কৃত নামাযকে চাশতের নামায বলা হয়। এখানে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা বনী আদমকে সম্বোধন করে এই নামায আদায় করার আদেশ দিচ্ছেন। অন্য কোন নফল নামাযের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা আদেশ করেন নি। এতে বুঝা যায় এই নামাযের অনেক ফযিলত। বিশেষতঃ সারাদিন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সমস্ত বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা যাকে রক্ষা করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট কিংবা বালা-মুসিবতে লিপ্ত করতে পারবে না।

এই নামায দুই, চার, আট ও বার রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। হযরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন, أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ওয়াসীয়ত করেছেন- প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতে, চাশতের দুই রাকাত নামায পড়তে এবং শয়নের পূর্বে বিতর নামায পড়ে নিতে।[২৩]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ . হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

[২২]. সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং-৪৭৫, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ১৮৪
[২৩]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ রিয়াদুস সালেহীন, পৃ. ৪৪৮, হাদিস নং-১১৩৯

চার রাকাত চাশতের নামায পড়তেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আরো বেশী পড়তেন।[২৪]

হযরত উম্মে হানী ফাখিতা বিনতে আবু তালেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَذَالِكَ ضُحًى . আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ'র কাছে গেলাম, আমি তাঁকে গোসল রত অবস্থায় পেলাম। গোসল শেষে তিনি আট রাকাত (নফল) নামায পড়লেন। এটা ছিল চাশতের নামায।[২৫]

চাশতের নামাযের ফযিলতঃ

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের বালাখানা নির্মাণ করবেন।[২৬]

তাবরানী শরীফে হযরত আবুদ্ দারদা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চাশতের দু'রাকাত পড়ল, তার নাম অলসদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে না। যে ব্যক্তি ছয় রাকাত পড়বে ঐদিন তার জন্য যথেষ্ট হবে। যে আট রাকাত পড়বে, আল্লাহ্ তার নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করবেন। যে বার রাকাত পড়বে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন।[২৭]

ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ র. হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দু'রাকাত চাশতের নামায নিয়মিত পড়বে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। যদিও (তার গুনাহ) সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।[২৮]

হাদিসে পাকের শিক্ষাঃ

১. অসংখ্য ফযিলত লাভের জন্যে নিয়মিত চাশতের নামায পড়া উচিত।
২. নফল নামায যদিও নফল কিন্তু এর দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায়।
৩. যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে হবে।
৪. এই নফল নামাযের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন।

[২৪]. মুসলিম, সূত্রঃ রিয়াদুস সালেহীন, পৃ. ৪৪৮, হাদিস নং ১১৪১
[২৫]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্রঃ রিয়াদুস সালেহীন, পৃ. ৪৪৮, হাদিস নং-১১৪২
[২৬]. তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ১১৬, হাদিস নং ১২৩৭
[২৭]. মুফতি আমজাদ আলী র. বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ.২২
[২৮]. মুফতি আমজাদ আলী র. বাহারে শরীয়ত, খণ্ড-৪, পৃ.২২

মসজিদ আবাদকারীর ফযিলত

٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ جِيْرَانِيْ؟ فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: وَمَنْ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَكُوْنَ جَارَكَ؟ فَيَقُوْلُ: عَمَّارُ مَسَاجِدِيْ))

৮. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামত দিবসে বলবেন, আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? ফেরেশতারা বলবেন, আপনার প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য কার? আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, আমার মসজিদসমূহ আবাদকারীরাই আমার প্রতিবেশী।[২৯]

ব্যাখ্যা: মসজিদ আবাদকারী দ্বারা বুঝানো হয়েছে- মসজিদ নির্মাণ করা, মেরামত করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সৌন্দর্য্য রক্ষা করা, মসজিদের যাবতীয় বিষয়ে দেখা-শুনা করা ইত্যাদি। তবে মসজিদের মূল আবাদকারী হল মুসল্লী ও তাতে এ'তেকাফকারী। কারণ এদের দ্বারা মসজিদ সর্বদা আবাদ থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন– إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ। আল্লাহ্র মসজিদসমূহ কেবল আবাদ করে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর যারা নামায আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে আর সে আল্লাহ্ ব্যতিত কাউকে ভয় করেনা।[৩০]

মসজিদ নির্মাণের ফযিলত:

মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। এখানে আল্লাহ্র মু'মিন বান্দা তাঁর ইবাদত করবে। তাই তারাই মসজিদ নির্মাণ, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কোন মুশরিকের অধিকার নেই যে, তারা মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

[২৯]. যাওয়ায়েদুল হায়শামী, হাদিস নং-১২৬, সূত্র: সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ১৮৯
[৩০]. সূরা: তাওবা, আয়াত: ১৮

করবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ এমন হতে পারেনা যে, মুশরিকরা আল্লাহ্র ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করবে।[৩১]

হযরত ওসমান রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন- مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[৩২]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} তোমরা যখন কোন ব্যক্তিকে মসজিদ নির্মাণ করতে দেখ, তখন তোমরা তার ঈমান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পার। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।[৩৩]

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. মসজিদ নির্মাণের ফযিলত ও মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এবং মসজিদে এ'তেকাফ থাকার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।
২. মসজিদ আবাদকারীগণের ঈমানের সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছেন।
৩. পৃথিবীতে আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান হল মসজিদ।
৪. মসজিদ আবাদকারীগণকে আল্লাহ্ তায়ালা নিজের প্রতিবেশী বলে কিয়ামত দিবসে সম্মানিত করবেন।

[৩১]. সূরা: তাওবা, আয়াত: ১৭
[৩২]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৬৮
[৩৩]. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৬৯

নফল নামাযের ফযিলত

٩. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ يَقُوْلُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوْا فِيْ صَلَاةِ عَبْدِيْ أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ.

৯. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, কিয়ামত দিবসে মানুষের সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। নবী করিম ﷺ বলেন, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলবেন- অথচ তিনি সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত- তোমরা আমার বান্দার নামায পরিপূর্ণ আছে না কি অপরিপূর্ণ আছে দেখ। যদি পরিপূর্ণ থাকে তবে পরিপূর্ণ আমল যেন লেখা হয়। আর যদি তাতে কিছু অপরিপূর্ণ থাকে তবে আল্লাহ্ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলবেন- দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা? যদি তার নফল নামায থাকে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, তোমরা আমার বান্দার ফরয নামাযের অপরিপূর্ণতা সমূহ তার নফল নামায দিয়ে পরিপূর্ণ করে দাও। অতঃপর সমস্ত আমল এভাবেই গ্রহণ করা হবে।[৩৪]

ব্যাখ্যাঃ কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে। কারণ কবরে আকীদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। ফলে কিয়ামত দিবসে আকীদার প্রশ্ন আর করা হবে না। ঈমান-আকীদার পর আমল। আর আমলের মধ্যে নামায হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। নামাযের বিষয়ে যদি বান্দা উত্তীর্ণ হয় তবে

[৩৪]. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং ৮৬৪ ও সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ৪১৩, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ১৯২।

অন্যান্য বিষয়েও সে উত্তীর্ণ হতে পারবে। পক্ষান্তরে নামাযের ক্ষেত্রে যদি সে অকৃতকার্য হয় তবে অন্যান্য বিষয়েও অনুরূপ হবে। সুতরাং নামাযকে হেফাজত করা বান্দার জন্য আবশ্যক।

নফল নামায দ্বারা ফরয নামাযের ক্ষতিপূরণ করা হবে- এ কথার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. বান্দার নামাযের মধ্যে সুন্নাত, মুস্তাহাব, একাগ্রচিত্ত, বিনম্রতা, দোয়া-যিক্‌রে যেসব গাফেলতি হয়ে থাকে নফল নামায দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করা হবে। দুই. বান্দা থেকে যে সব ফরয নামায অনাদায় রয়ে গেছে নফল নামায দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করা হবে। যেমন- অপর একটি হাদিসে হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার আমলের মধ্যে নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। নামায যদি ঠিক হয় তবে সে সফল ও কৃতকার্য হবে। আর নামায যদি বিনষ্ট হয় তবে সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যদি তার ফরয নামাযের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তবে আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, (ফেরেশতাদেরকে) তোমরা দেখ আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা? (যদি থাকে) তা দিয়ে ফরযের ঘাটতি-বিচ্যুতি পূরণ করা হবে। অতঃপর সমস্ত আমল এভাবেই গ্রহণ করা হবে।[৩৫]

বুখারী শরীফে বিশুদ্ধ হাদিসে আছে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ আর কতিপয় বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, ফলে আমি তাদেরকে ভালবাসি। আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা

[৩৫]. আবু দাউদ শরীফ ও মুসনাদে আহমদ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ১১৭, হাদিস নং ১২৪৯

দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে পথ চলে। সে প্রিয়বান্দা যদি আমার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে, আমি অবশ্যই তা তাকে দান করি। যদি আশ্রয় চায় তবে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করি।[৩৬]

হক্কানী-রাব্বানী ওলামায়ে কিরাম, বুযুর্গানেদীন ও সুফী-সাধকগণ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত নামাযের পর বেশী বেশী নফল নামায পড়তেন। ইমাম আবু হানিফা র. ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন চল্লিশ বছর। অর্থাৎ সারা রাত তিনি নফল নামাযে ব্যস্ত থাকতেন।

হযরত রাবেয়া বসরী র. এক রাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন। অতএব সাধারণ মুসলমানদেরও উচিত বেশী করে নফল নামায আদায় করা। এর দ্বারা বান্দা উপরে হাদিসে বর্ণিত ফযিলতের অধিকারী হবে।

হাদিসে বর্ণিত আছে- اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ নামায মু'মিনের জন্য মি'রাজ স্বরূপ। সুতরাং মু'মিন বান্দা যতক্ষণ নামাযে থাকে তখন আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে থাকে। আর আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের চেয়ে বান্দার জন্য উত্তম সান্নিধ্য আর কী হতে পারে?

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. ফরয নামায নিখুঁতভাবে আদায় করা আবশ্যক।

২. ফরয নামাযে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে নফল নামায দিয়ে পূর্ণ করা হবে। তাই ফরয নামাযের পাশাপাশি নফল নামাযও গুরুত্বসহকারে আদায় করতে হবে।

৩. কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে।

৪. নফল নামায দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায় এবং তাঁর ভালবাসা পাওয়া যায়।

৫. নফল নামায আল্লাহ্‌র খুবই প্রিয়।

[৩৬]. সহীহ্ বুখারী শরীফ, পৃ. ৯৬৩

ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য

١٠. عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

১০. অনুবাদ: হযরত আবু ওয়াকেদ আল লাইসি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করিম ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হতাম। একদা তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি সম্পদ নাযিল করেছি নামায প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং যাকাত প্রদান করার জন্য। যদি বনী আদমের নিকট এক উপত্যকা পরিমান সম্পদ থাকে তবুও সে দ্বিতীয় একটি চাইবে। যদি তার নিকট দুই উপত্যকা সমপরিমাণ সম্পদ থাকে তবুও সে চাইবে যে, ওগুলোর সাথে তৃতীয়টিও যেন তার হয়। বনী আদমের পেট (চাহিদা)কে তার (কবরের) মাটি ছাড়া কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না। অতঃপর (এমন নিন্দনীয় লোভ থেকে) ঐ ব্যক্তির তাওবা আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করবেন, যে সত্যিকার অর্থে তাওবা করে।[৩৭]

ব্যাখ্যা: উক্ত হাদিসের মর্মার্থ হল আল্লাহ্ তায়ালা সম্পদ সৃষ্টি করে তা মানুষের হস্তগত করে দিয়েছেন যাতে তা দ্বারা দ্বীন-ধর্মের খেদমত হয়। নামায, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি ইবাদত প্রতিষ্ঠা হয়। যে মহান আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন সেই সত্তার সন্তুষ্টির জন্য যেন সেই সম্পদ ব্যয় হয়। আল্লাহ্

[৩৭]. মুসনাদে আহমদ, ৫/২১৮, সূত্র: সহীহ্ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ২১৭; অনুরূপ হাদিস ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, বুখারী ও মুসলিম শরীফেও আছে।

প্রদত্ত সম্পদ যেন আনন্দ-উল্লাসে, দুনিয়াবী ও শয়তানী কাজে অবৈধ পথে যেন ব্যয় করা না হয়।

সম্পদ একমাত্র আল্লাহ্র দান। কারণ দেখা যায় অনেক চতুর-চালাক মানুষ শত চেষ্টা-পরিশ্রম করেও সম্পদশালী হতে পারে না। আবার দেখা যায় অনেক অশিক্ষিত, অচতুর লোককে আল্লাহ তায়ালা অঢেল ধন-সম্পদ দান করেন। সে ছাই ধরলে স্বর্ণ হয়ে যায়। এই সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্ বান্দাকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং সম্পদশালী ব্যক্তির উচিত তার সম্পদ যেন দ্বীনি কাজে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে।

হাদিসের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির একটি চিরসত্য অসৎ চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর তা হল লোভ-লালসা। সাধারণত মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। একটি প্রাপ্ত হলে আরেকটি পাওয়ার আকাঙ্খা করে। সেটি পেলে আরও একটি পাওয়ার আকাঙ্খা করে। এভাবে আজীবন তার আশা-আকাঙ্খার শেষ হয় না।

যখন তার কিছুই থাকে না তখন বলে আমার কেবল মাথাগুজার ঠাই হওয়ার জন্য একটি বিল্ডিং হলে চলবে। কিন্তু যখন একটা হয়ে যায় তখন বলে আর একটি প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি হলে তখন তৃতীয় একটিরও প্রয়োজন অনুভব করে। এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত তার চাহিদা ও প্রয়োজনের শেষ থাকেনা। অবশেষে কবরে চলে গেলে তার সমস্ত চাহিদার পরিসমাপ্তি ঘটে।

হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- "أَوَّلُ صَلَاحِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْيَقِينِ وَالزُّهْدِ، وَأَوَّلُ فَسَادِهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ" এ উম্মতের মধ্যে কল্যাণের সূচনা হল একীন ও বিশ্বাস এবং বিরাগ অবলম্বন করা। আর অনিষ্টতার মূল হল-কার্পন্য ও লোভ-লালসা।[৩৮]

বনী আদমের এ চরিত্রটি অত্যন্ত খারাপ। প্রবাদ আছে "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু"। এই চরিত্র দ্বারা মানুষ অনেক বড় বড় গুনাহে লিপ্ত হয়। এমনকি অতি তুচ্ছ সম্পদের লোভে মানুষ অতি আপনজনকেও হত্যা

[৩৮]. বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৫০

করতে দ্বিধাবোধ করেনা। তাই এই চরিত্র থেকে আল্লাহর নিকট তাওবা করা উচিত এবং সত্যিকারের পীর-মুরশিদ ও হক্কানী-রাব্বানী আলেমগণের সাহচর্যে গিয়ে রূহানী চিকিৎসা করে চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

জনৈক মণীষী বলেছেন- সকল গুনাহের মূল তিনটি– হিংসা, লোভ ও অহংকার। যার মধ্যে লোভ-লালসা বেশী হয় আল্লাহ্ তায়ালা তাকে চারটি শাস্তি দেন। যথা– ১. সে ইবাদতে অলস হয়ে যায় ২. দুনিয়াতে তার পেরেশানী বেড়ে যায় ৩. সম্পদ সংগ্রহে অধিক আগ্রহী হয় ৪. তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়।[৩৯]

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. সব ধরনের সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্। তিনি মানবজাতিকে তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ করে দেন।

২. সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং দ্বীন বিরোধী কোন কাজে সম্পদ ব্যয় করতে পারবে না।

৩. লোভ-লালসা মানুষের স্বভাব-চরিত্রে মিশে গেছে। দুনিয়ার কোন বস্তু তার লোভের পেটকে ভরাতে পারবে না। তবে একমাত্র কবরের মাটিই তার পেট ভরাবে।

৪. লোভ করা গুনাহের কাজ। তাই এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং সংঘঠিত গুনাহ থেকে আল্লাহ্র কাছে খালিস নিয়তে তাওবা করতে হবে।

[৩৯]. তাম্বীহুল গাফেলীন, বাংলা, পৃ. ২৪৪

সাদকার ফযিলত

١١. عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ .

১১. অনুবাদঃ হযরত বুসর ইবনে জাহ্‌হাশ আল কুরাইশী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ স্বীয় হাতের তালুতে থুথু নিয়ে তাতে শাহাদত অঙ্গুলী রেখে বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে? আমি তোমাদেরকে এ জাতীয় বস্তু (বীর্য) থেকে সৃষ্টি করেছি। যখন তোমার রূহ এই পর্যন্ত এসে পৌঁছাবে- রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে দেখালেন। তখন তুমি বল- আমি আমার সম্পদ (আল্লাহ্‌র জন্য) সাদকা করতেছি। অথচ তখন সাদকা করার সময় কোথায়?[৪০]

ব্যাখ্যাঃ অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ তায়ালা মানবজাতিকে নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতে থুথু নিয়ে দেখিয়ে দিলেন। সে পৃথিবীতে আসে অত্যন্ত দুর্বল ও অক্ষম অবস্থায়। সে যখন বড় হয়ে শক্তিশালী হয় তখন তার দুর্বলতার ও সৃষ্টির কথা ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও সম্পদকে নিজস্ব মনে করে অপব্যবহার করে। এমনকি এগুলো যে খোদা প্রদত্ত তাও ভুলে যায়। ফলে ওগুলোকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা থেকে বিরত থাকে। যখন মৃত্যু সন্নিকটে এসে যায় এবং সাকরাত আরম্ভ হয় তখন আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ দান করে যেতে চায় কিন্তু তখন দান করার সময় সে পায়না কিংবা ঐ সময়ের দান আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না। তাই ইবাদত-বন্দেগী, সাদকা, তাওবা ইত্যাদি সুস্থ ও সবল থাকতে করতে হয়। আল্লাহ্

[৪০]. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৭০৭, সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ২২৯

তায়ালা এরশাদ করেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযি দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে বন্ধুত্ব, না আছে সুপারিশ।[৪১]

আল্লাহ্ তায়ালা অপর আয়াতে বলেছেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ . وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . হে মু'মিনগণ! তোমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাইতো ক্ষতিগ্রস্থ। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। তখন সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলেনা কেন? তাহলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় (মৃত্যু) যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।[৪২]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تَمْهَلْ حَتَّى { إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ } قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ . (متفق عليه)

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন সাদকার সাওয়াব বেশী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তুমি সুস্থ থাক, ধনের প্রতি লোভ পোষণ কর, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় কর তখনকার সাদকার সাওয়াব বেশী। সুতরাং তুমি সাদকা করতে সেই

[৪১]. সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৫৪
[৪২]. সূরাঃ মুনাফিকুন, আয়াতঃ ৯-১১

পর্যন্ত বিলম্ব করবে না, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠনালীতে এসে যায়, তখন তুমি বলবে, এই মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য। অথচ মাল অমুকের হয়েই গেছে।[৪৩]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِهِ .

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, কারো জীবনকালে একদিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম।[৪৪]

উপরোক্ত হাদিস দু'খানা দ্বারা বুঝা যায় যে, দান-খায়রাত সুস্থ অবস্থায়, প্রয়োজনকালে করা উত্তম, মৃত্যুকালীন সময়ের চেয়ে।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. সময় থাকতে নেক আমল করতে হবে। অন্যথায় তা কবুল করা হবে না।
২. সাদকা করার প্রতি মুমিনগণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।
৩. প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় বান্দার কোন আমল এমন কি তাওবা পর্যন্ত কবুল হয়না। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مَالَمْ يُغَرْغِرْ আল্লাহ্ তায়ালা (বান্দার) তাওবা গলায় নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কবুল করেন।[৪৫]
৪. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে গণিমত মনে করতে হবে এবং অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়ন করতে হবে।

[৪৩]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মেশকাত শরীফ, পৃ. ১৬৪, হাদিস নং-১৭৬৮
[৪৪]. আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৬৫, হাদিস নং ১৭৭১
[৪৫]. সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং-৩৫৩৭

দান করার ফযিলত

١٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ .

১২. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমি দান করব তোমাকে।[৪৬]

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাকে দান করতে উৎসাহিত করেছেন- বলেছেন তুমি আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান কর তার বিনিময় স্বরূপ আমি তোমাকে দান করব। একথা চির সত্য যে, আল্লাহ্ যেমন মহান আল্লাহর দানও মহান হবে নিশ্চয়ই।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যা কিছু ব্যয় কর এর প্রতিদান তোমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে দেয়া হবে আর তোমাদেরকে যুলুম করা হবে না।[৪৭]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন- وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিকদাতা।[৪৮]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا . (متفق عليه)

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, যখনই আল্লাহ্র বান্দাগণ ভোরে জাগ্রত হয় তখন আকাশ

[৪৬]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৬৪, হাদিস নং ১৭৬৩
[৪৭]. সূরা: আনফাল, আয়াত: ৬০
[৪৮]. সূরা: সাবা, আয়াত: ৩৯

হতে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি দানকারীকে তার প্রতিদান দান কর আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি কৃপনকে সর্বনাশ কর (অর্থাৎ তার ধন-সম্পদ নষ্ট করে দাও)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا، فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ، فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا، فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارَ ".

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষস্বরূপ। যে ব্যক্তি দানশীল সে যেন জান্নাতের বৃক্ষের একটি শাখা ধরল। আর শাখা তাকে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ছাড়বেনা। অনুরূপ কৃপণতা হচ্ছে জাহান্নামের একটি বৃক্ষস্বরূপ। যে ব্যক্তি কৃপণ সে যেন জাহান্নামের বৃক্ষের একটি শাখা ধরল। আর শাখা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়বে না।[৪৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ .

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, দান সম্পদ কমায়না, ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ্ বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না আর যে কেউ আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনয়ী প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তাকে উন্নত ও সম্মানিত করেন।[৫০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّوءِ .

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, দান আল্লাহ্ তায়ালার রোষ প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যুরোধ করে।[৫১]

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করার অসংখ্য ফযিলত বর্ণিত হয়েছে যা এই ছোট্ট পরিসরে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

---

[৪৯]. বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৬৭, হাদিস নং-১৭৮৭
[৫০]. মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৬৭, হাদিস নং- ১৭৯০
[৫১]. তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৬৮, হাদিস নং ১৮০৯

সাদকা দ্বারা যে বালা-মুসবিত দূরীভূত হয় এমন কয়েকটি ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হল–

এক. হযরত সালেম ইবনে আবিল জা'দ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সালেহ আ.'র সম্প্রদায়ের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি সাধারণ মানুষদেরকে অনেক কষ্ট দিত। লোকেরা তার বিরুদ্ধে হযরত সালেহ আ.'র নিকট অভিযোগ করল এবং আবেদন করল যেন তিনি তার জন্য বদ্দোয়া করেন। হযরত সালেহ আ. তাদেরকে বললেন, আচ্ছা যাও, তোমরা তার অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। লোকটি প্রতিদিন লাকড়ি আনার জন্য জঙ্গলে যেত। অতঃপর ঐদিনও সে লাকড়ি আনার জন্য গেল। এদিন তার সাথে দু'টি ছাপাতি রুটি ছিল। সে একটি নিজে খেল অপরটি একজনকে সাদকা করে দিল। সে জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ি নিয়ে সন্ধ্যায় সুস্থভাবে ফিরে এল। তার কিছুই হলনা। লোকেরা হযরত সালেহ আ.'র নিকট এসে আরজ করল সে তো লাকড়ি নিয়ে সুস্থ ভাবে ফেরৎ আসল। তার তো কিছুই হল না। হযরত সালেহ আ. অবাক হলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি আজকে কী আমল করেছ? সে বলল, আমি লাকড়ি আনতে যাওয়ার সময় দু'টি রুটি ছিল। একটি আমি খেয়েছি অপরটি সাদকা করেছি। হযরত সালেহ আ. বললেন, তার লাকড়ির বোঝাটি খুল। লোকেরা তা খুললে সেখানে একটি মৃত কাল সাপ দেখতে পেল। তখন হযরত সালেহ আ. বললেন, তোমার এই আমল তথা সাদকার কারণে তোমাকে আল্লাহ্ তায়ালা রক্ষা করেছেন।[৫২]

দুই. হযরত আবু হোরায়রা রা. নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, একদল লোক হযরত ইসা আ.'র পাশ দিয়ে গমন করছিল। হযরত ঈসা আ. ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যে, ইনশাআল্লাহ্ এদের থেকে আজকে একজনের মৃত্যু হবে। দলটি চলে গেল এবং সন্ধ্যা বেলায় তারা ছহি-সালামত ফেরৎ আসল। তাদের সাথে একটি লাকড়ির বোঝা ছিল। তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলনা। ঈসা আ. বললেন, লাকড়ির বোঝাটি রাখ এবং যাকে উদ্দেশ্য করে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তাকে বললেন- বোঝাটি খুল। যখন সে তা খুলল, তা থেকে একটি কাল সাপ বের হল। হযরত ঈসা আ. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আজকে কী আমল করেছ? উত্তরে সে বলল, আমি তো তেমন কোন আমল করিনি। ঈসা আ. বললেন, চিন্তা করে দেখ

---

[৫২]. হায়াতে হাইওয়ান উর্দু, খণ্ড-১, পৃ. ১২৫

নিশ্চয়ই তুমি কোন নেক আমল করেছ। তখন সে বলল, তেমন কোন আমল করিনি তবে আমার কাছে একটুকরো রুটি ছিল। একজন মিসকীন আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার কাছে রুটি খুঁজেছে। আমি রুটির কিছু অংশ তাকে দিলাম। হযরত ঈসা আ. বললেন এই আমলের কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে হেফাযত করেছেন।[৫৩]

তিন. হযরত সালেম ইবনে আবিল জা'দ র. বলেন, একজন মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একটি বাঘ এসে ছেলেটি তুলে নিয়ে গেল। মহিলা বাঘের পিছনে পিছনে দৌড়তেছে। ইত্যবসরে একজন ভিক্ষুক এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইল। মহিলার কাছে একটি রুটি ছিল তা ভিক্ষুককে দিয়ে দিল। দেখা গেল একটু পরে বাঘটি এসে ছেলেটিকে রেখে চলে গেল।

এভাবে দান-সাদকার উপকারিতার বহু ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে যা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে উল্লেখ করা হল না।

সাদকার উপকারিতাসমূহ :

সাদকা দ্বারা সম্পদ কমেনা বরং বৃদ্ধি পায়, হায়াত বৃদ্ধি পায়, রিযিক বৃদ্ধি পায়, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে, মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়, মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হয়, কবর আযাব মাফ হয়, আল্লাহ্র রাগকে প্রশমিত করে, কিয়ামত দিবসে ছায়া হয় যাতে সাদকাকারী আশ্রয় নিবে, মৃত্যুকালে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রেহাই পায় সর্বোপরি জান্নাতে প্রবেশ করা যায়।

অতএব আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা প্রত্যেক ঈমানদার সম্পদশালী ব্যক্তির উপর আবশ্যক।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. আল্লাহ্ তায়ালা'র রাস্তায় খরচ করলে এবং সাদকা করলে সম্পদ কমেনা বরং আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়া-আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন।
২. দান করলে কৃপণতা এবং অন্তরের কোঠরতা দূরীভূত হয়।
৩. দান করলে সমাজে মান-সম্মান বৃদ্ধি পায়।
৪. বান্দা দান করলে আল্লাহ্ তায়ালা সেই বান্দাকে দান করেন। বান্দার দান সীমিত আর আল্লাহ্র দান অসীম।

[৫৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

নফল হজ্বের ফযিলত

١٣. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((قَالَ اللهُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِيْ الْمَعِيْشَةِ يَمْضِيْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَـيَّ لَمَحْرُوْمٌ))

১৩. অনুবাদঃ হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তিকে আমি শারিরীক সুস্থতা এবং আর্থিক সচ্ছলতা দান করেছি এ অবস্থায় পাঁচ বছর অতিক্রম হওয়ার পরও সে আমার ঘরে (হজ্ব করতে) আসেনা সে বড়ই বঞ্চিত ব্যক্তি।[৫৪]

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস দ্বারা নফল হজ্ব উদ্দেশ্য। হজ্বের ফরযিয়ত তো পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৯৭নং আয়াত وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا 'মানুষের মধ্যে যার পাথেয়'র সামর্থ আছে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরের হজ্ব করা অবশ্য কর্তব্য' দ্বারা ফরয হয়েছে।

ফরয হজ্ব জীবনে একবার ফরয, একাদিক করা হল নফল। হাদিস শরীফে আছে, خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ قَالَ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তিনি বলেছেন- হে মানব সকল! নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করেছেন। হযরত আকরা ইবনে হাবেস রা. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি প্রত্যেক বছর ফরয? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তবে ফরয হয়ে যেত। আর যদি প্রতি বছর হজ্ব ফরয হয়ে

[৫৪]. সহীহ ইবনে হিব্বান, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়াহ, পৃ. ২৩৯

যায় তবে তা তোমরা সম্পাদন করতে সক্ষম হতে না। হজ্ব জীবনে একবারই ফরয। কেউ যদি একাদিক করে তবে তা হবে নফল হজ্ব।[৫৫]

শিরোনামে বর্ণিত হাদিস শরীফে সুস্থ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে অন্তত পাঁচ বছরে একবার হজ্ব করার কথা বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় এখানে নফল হজ্বের কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় হজ্ব ফরয হওয়া মাত্র যথাসম্ভব দ্রুত হজ্ব করা আবশ্যক। কারণ শরীরের সুস্থতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা যে কোন সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাকে শারিরীক সুস্থতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতাসহ অন্যান্য যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার পরিপূর্ণ শোকর আদায়ের লক্ষ্যে সুযোগ হলেই মাঝে-মধ্যে নফল হজ্ব কিংবা ওমরা করা আবশ্যক। অন্তত প্রতি পাঁচ বছরে একবার হলেও তা করা দরকার। নফল হজ্ব ও ওমরা সর্বদা করা যায় এবং এ দু'টির ফযিলতও অনেক।

বর্তমানে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মাঝে-মধ্যে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করে। আবার অনেক বড় বড় কোম্পানিরা তাদের গ্রাহকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য সিঙ্গাপুর, মালেশিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল প্রভৃতি দেশে ভ্রমণে নিয়ে যায়। এদের উচিত মুসলমানদের পবিত্র স্থান মক্কা মদিনায় নফল হজ্ব কিংবা ওমরার উদ্দেশ্যে যাওয়া বা পাঠানো। এতে দেশ ভ্রমণ হবে, ইবাদতও হবে এবং ব্যয়কৃত টাকা-পয়সা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যবহার হবে। তাছাড়া অসংখ্য সাওয়াবের অধিকারী হবে।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. উপরোক্ত হাদিসে ধনাঢ্য ও সুস্থ-সবল মানুষদেরকে বারংবার হজ্ব ও ওমরা পালন করার প্রতি উৎসাতি করা হয়েছে।

২. মাঝে-মধ্যে আল্লাহ্র ঘরে উপস্থিত না হওয়া অসংখ্য কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. শারিরীক সুস্থতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা বড় নিয়ামত। এই নিয়ামতের শোকর করা প্রয়োজন। নিয়ামতের শোকর করলে আল্লাহ্ তায়ালা নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেন পক্ষান্তরে নিয়ামতের না শোকরী করলে আল্লাহ্ তায়ালা নিয়ামত তুলে নেন এবং কঠিন শাস্তি দেন।

---

৫৫. আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ২০১, হাদিস নং-২৩৯৭

দোয়া'র ফযিলত

١٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

১৪. অনুবাদঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় গুনাহ ক্ষমা করার জন্য আমার নিকট দোয়া করতে থাকবে এবং আমি দোয়া কবুল করব- এই আশা পোষণ কর তবে তোমার অসংখ্য গুনাহ্ থাকা সত্ত্বেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আর তাতে আমার কোন পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আসমানের মেঘমালা পর্যন্তও পৌছে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে আমি তোমার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেব, আমার কোন পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী সমতুল্য গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং তুমি যদি আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক তাহলে আমি তোমার পৃথিবী সমতুল্য গুনাহ ক্ষমা করে দেব।[৫৬]

ব্যাখ্যাঃ আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী র. স্বীয় কিতাব "শরহুল আরবাঈন"-এ লিখেছেন- উপরোক্ত হাদিসে তিনটি বস্তুর কথা বলা হয়েছে [illegible] দ্বারা মাগফিরাত নসীব হবে। ১. গুনাহ্ মাপের জন্য দোয়া ও আল্লাহ্র [illegible]তি দোয়া কবুল করার আশাপোষণ করা। ২. গুনাহ যতই বেশী হোক না

[illegible]সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং-৩৫৪০, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ২৪৬

কেন এমনকি আসমানের মেঘমালা সমপরিমাণ হলেও এস্তেগফার তথা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বহাল রাখা। ৩. তাওহীদের স্বীকারোক্তি করা ও শির্ক থেকে মুক্ত থাকা। এটি গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রধান মাধ্যম।

আল্লাহ্র কাছে দোয়া খুবই প্রিয়। তাই তিনি বান্দাকে দোয়া করতে আদেশ দেন এবং দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতিও দেন। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব।[৫৭]

আল্লাহ্ তায়ালা কোন ইবাদত কবুল করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন নি দোয়া ব্যতিত।

ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তায়ালা কেবল নবী-রাসূলগণকেই দোয়া করার আদেশ দিতেন এবং তাঁদের দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এটি ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে। এটি উম্মতে মুহাম্মদীর একটি বৈশিষ্ট্য।

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হল- বান্দাকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা দোয়া কবুল করবেন। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা দোয়া করে তাদের দোয়া কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে দোয়া করে। কাজেই আমার আদেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।[৫৮]

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন- فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّهَا النَّاسُ فَسْئَلُوْهُ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاَجَابَةِ فَإِنَّ اللهَ لَا

[৫৭]. সূরাঃ মু'মিন, আয়াতঃ ৬০
[৫৮]. সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৮৬

يَسْتَجِيْبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ . হে লোক সকল! যখন তোমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা কর, তখন কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কর। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা ঐ ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না, যে অলস অন্তর নিয়ে দোয়া করে।[৫৯]

নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দোয়া ইবাদতের মগজ বা মূল। অর্থাৎ দোয়ার দ্বারাই ইবাদত কবুল হয়।[৬০]

সুতরাং প্রত্যেক ইবাদতের পর আল্লাহ্র দরবারে ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন- لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অন্য কোন বস্তু মর্যাদাবান নয়।[৬১]

অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন- مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেনা, আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর রুষ্ট হন।[৬২]

আল্লাহ্ তায়ালা সকলের দোয়া কবুল করেন। এর জন্য কোন শর্ত নেই। এমন কি অভিশপ্ত ইবলীসের দীর্ঘ হায়াতের দোয়াও তিনি কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খোদাদ্রোহী ফেরাউনের দোয়াও কবুল করেছিলেন। সুতরাং বান্দা যত বড় গুনাহগার হোক না কেন দোয়া-ইস্তিগফার থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নৈরাশ হইওনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।[৬৩]

[৫৯]. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০, পৃ. ১৫৫, বৈরুত
[৬০]. তিরমিযী শরীফ, পৃ. ৪৮৬
[৬১]. তিরমিযী শরীফ, পৃ. ৪৮৬
[৬২]. ইবনে মাজাহ শরীফ, পৃ. ২৭১
[৬৩]. সূরাঃ যুমার, আয়াতঃ ৫৩

অতএব আল্লাহ্‌র দরবারে কাকুতি-মিনতি করে সর্বদা দোয়া-ইস্তিগফার করা বান্দার উপর আবশ্যক। এতে গুনাহও মাফ হয় এবং আল্লাহ্ তায়ালাও সন্তুষ্ট হন যা একজন বান্দার জন্য সবচেয়ে পড় পাওয়া।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করা উচিত।

২. গুনাহের আধিক্যের দিকে না তাকিয়ে আল্লাহ্‌র অসীম রহমতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

৩. খারেজীদের আকীদা বাতিল। তারা বলে- কবীরা গুনাহকারী কাফের। শিরোনামে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহ্ তায়ালা কেবল শিরক্ ছাড়া সব গুনাহ ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন।

৪. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। মুশরিককে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করেন না।

৫. আল্লাহ্ তায়ালার রহমত খুবই প্রশস্ত তাঁর ক্ষমাও মহান।

আল্লাহ্‌র রহমত

١٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

১৫. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি সেরূপই, যেরূপ আমার বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে একা স্মরণ করে আমি তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে লোক সমাবেশে স্মরণ করে আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌঁড়ে অগ্রসর হই।[৬৪]

ব্যাখ্যা: পূর্বেও বলা হয়েছে আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার প্রতি অতি দয়ালু ও মেহেরবান। বান্দা আল্লাহ্ সম্পর্কে সবসময় ভাল ধারণা রাখা উচিত। আল্লাহ্ বান্দার ধারণা মোতাবেক বান্দার সাথে আচরণ করেন। গুনাহ করে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করবেন বলে ধারণা পোষণ করলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন। পক্ষান্তরে বিপরীত ধারণা করলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করেন না। বুখারী শরীফ হাদিসে কুদসীয়্যাতে আছে- কোন বান্দা গুনাহ করে যখন বলে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি তোমার

---

[৬৪]. বুখারী শরীফ, পৃ. ১১০১, হাদিস নং- ৬৯০১ ও মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-২৬৭৫

গুনাহগার বান্দা, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা জানে যে, তার পালনকর্তা একজন অবশ্যই আছে যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এভাবে বান্দা তিনবার গুনাহ করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্ তিন বারই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৬৫]

অর্থাৎ বান্দা যখন আল্লাহ্ তায়ালাকে গুনাহ ক্ষমাকারী হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ক্ষমা চেয়েছে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ হযরত আবু হোরায়রা রা. নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ যখন সকল মাখলুক সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর আরশের উপর তারই নিকটে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন- অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব থেকে অগ্রগামী।

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ্ তায়ালা রহমতকে একশ ভাগে বিভক্ত করে নিজের কাছে নিরান্নব্বই ভাগ রেখে দিয়েছেন। আর এক ভাগ দুনিয়াতে নাযিল করেছেন। এরই বদৌলতে সৃষ্টিজীবরা পরস্পর দয়া প্রদর্শন করে। এমনকি ঘোড়াও তার বাচ্চার গায়ে আঘাত লাগার ভয়ে পা সরিয়ে নেয়।[৬৬]

এক হাদিসে আছে- আল্লাহ্ তায়ালার নিকট একশতটি রহমত আছে। তন্মধ্যে মাত্র একটি রহমত জ্বিন, মানুষ, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গের মাঝে বিতরণ করেছেন। এর কারণেই তারা পরস্পরের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও প্রেম প্রীতি প্রদর্শন করে এবং বন্য জন্তু তার বাচ্চাকে স্নেহ করে। আল্লাহ্ তায়ালা অবশিষ্ট নিরান্নব্বইটি রহমত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এগুলো দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।[৬৭]

হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু সংখ্যক বন্দীসহ আগমণ করলেন। তাদের মধ্যে জনৈকা বন্দীনী অস্থির

[৬৫]. বুখারী ও মুসলিম
[৬৬]. তাম্বীহুল গাফেলীন, আরবী, বৈরুত, পৃ. ৪৯
[৬৭]. বুখারী ও মুসলিম. সূত্রঃ রিয়াদুস সালেহীন. পৃ. ২০৪, হাদিস নং-৪২০

হয়ে দৌড়াচ্ছিল আর বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলেই সে তাকে কোলে নিয়ে তার পেটের সাথে লাগিয়ে দুধ পান করাত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কি মনে কর এ মেয়েটি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! কখনো নিক্ষেপ করতে পারেনা। তিনি বললেন- لِلّٰهِ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا আল্লাহ্‌র শপথ! এ মেয়েটি তার সন্তানের প্রতি যেরূপ সদয়, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশী সদয়।[৬৮]

পূর্বেও একখানা হাদিসে বলা হয়েছে- বান্দার গুনাহ আকাশ পরিমাণ হলে আল্লাহ্‌র এক বিন্দু রহমত প্রাপ্ত হলে সমস্ত গুনাহ আল্লাহ্‌র রহমতের সাগরে ভেসে যাবে। আবার তাই বলে বান্দা বেপরোয়া ও ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহে লিপ্ত হবে তা নয়, এটা মারাত্মক ভুল হবে।

সকলের মনে রাখতে হবে যে, বান্দাকে ক্ষমা করা আল্লাহ্‌র উপর আবশ্যক নয় বরং বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দয়া করবেন যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। সুতরাং শাস্তির ভয় অন্তরে পোষণ করে যথাসম্ভব গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. আল্লাহ্‌র সম্পর্কে অবশ্যই ভাল ধারণা পোষণ করা উচিত। বান্দার ধারণা মতে আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার সাথে আচরণ করেন।

২. এককভাবে হোক কিংবা সমবেতভাবে হোক সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকর করতে হবে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালাও বান্দাকে উত্তমভাবে প্রতিদান ও দয়া প্রদান করে স্মরণ করবেন।

৩. নেক আমলের মাধ্যমে সর্বদা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে আরো অধিকভাবে নৈকট্য দান করবেন।

[৬৮]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্রঃ রিয়াদুস সালেহীন, পৃ. ২০৩-২০৪, হাদিস নং-৪১৮

আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতিদান

١٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.

১৬. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতে মশগুল হয়ে যাও, আমি তোমার অন্তরকে পরিপূর্ণ করে দেব এবং (অন্য কারো প্রতি) অমুখাপেক্ষী করে দেব। আর তোমার অভাব দূরীভূত করে দেব। তুমি যদি আমার ইবাদতে মশগুল না হও তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়াবী) ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ রাখব এবং তোমার অভাব-অনটন দূরীভূত করব না।[৬৯]

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিসে আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাগণকে তারই ইবাদতে ব্যস্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বান্দা যখন আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকে তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার অন্তরকে দুনিয়াবী লোভ-লালসা থেকে বিমুখ করে রাখেন। সে দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেনা। ফলে দুনিয়ার মহব্বত তার অন্তরে স্থান পায়না। দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে যখন বান্দা আল্লাহ্‌র ইবাদতে মনযোগী হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার অভাব-অনটন দূরীভূত করে দেন।

অপরদিকে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত করে না তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা সর্বদা দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত রাখেন। শত পাওয়ার পরও আরো পাওয়ার লোভে পরিশ্রম করতে থাকে কিন্তু তার অভাব-অনটন বরাবর থেকেই যায়। তার আয়-উন্নতির বরকত হয়না, অন্তর সন্তুষ্ট হয়না, সারা জীবন হাহুতাশে কেটে যায়।

হাদিসে পাকের শিক্ষাঃ

১. আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত থাকা পছন্দনীয় আমল।
২. দুনিয়া বিমুখ হওয়া উত্তম কাজ।
৩. আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্বাদ যারা পায় তাদেরকে দুনিয়ার সৌন্দর্যে মুহিত করতে পারে না।

---

[৬৯]. সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং-২৪৬৬, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসিয়্যাহ, পৃ. ২৫২

শিরক থেকে বেঁচে থাকা

١٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ عَلِمَ مِنكُمْ أَنِّيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِيْ مَا لَمْ يُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا))

১৭. অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, তোমাদের যে ব্যক্তি পূর্ণ ইয়াকীনের সাথে জ্ঞান রাখবে যে, আমি গুনাহসমূহ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি তাহলে আমি কারো পরওয়া ছাড়া তাকে ক্ষমা করে দেই যতক্ষণ সে আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।[৭০]

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে যে, গুনাহগার গুনাহ করার পর আল্লাহ্ তায়ালাকে গুনাহ ক্ষমাকারী বলে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তাওবা করলে আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা কবুল করে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

ইতিপূর্বে একটি হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে যে, عَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ عَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَاشَاءَ আমার বান্দা জানে যে, তার এক পালনকর্তা রয়েছেন যিনি গুনাহসমূহ ক্ষমাও করেন এবং ঐ গুনাহের কারণে বান্দাকে শাস্তিও দেন। তিনবার এরূপ বলেছেন- আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এখন সে যে আমল করতে চায় করুক।

শিরোনামে বর্ণিত হাদিসে গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা শর্ত দিয়েছেন, যেন শিরক গুনাহ থেকে মুক্ত থাকে। কারণ শিরক গুনাহকারীর গুনাহ আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করেন না।

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন। আর যে লোক আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে অপবাদ আরোপ করল যা বড় পাপ।[৭১]

---

[৭০]. আল হাকেম, ৪/২৯১, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ২৭০
[৭১]. সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৪৮

শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহ। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলুম।[৭২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন- أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَاللهِ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন- أَنْ تَدْعُوَاللهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমার সৃষ্টিকর্তা।[৭৩]

অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ আমি কি তোমাদের সর্বোচ্চ গুনাহের সংবাদ দেব না? কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। সর্বোচ্চ গুনাহ হল আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলা।[৭৪]

মোটকথা হল শিরক গুনাহ সর্বোচ্চ গুনাহ। এ গুনাহ থেকে মুক্ত থাকলে বাকী অন্যান্য গুনাহ আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেন। তাই প্রত্যেক মু'মিনের একান্ত কর্তব্য যে, শিরক থেকে বেঁচে থাকা। শিরক সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করিও না, যদিও তোমাকে হত্যা করা এবং জ্বালিয়ে দেয়া হয়।[৭৫]

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. শিরক হচ্ছে সর্বোচ্চ গুনাহ। সর্বাবস্থায় তা পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন।

২. আল্লাহ্র কুদরতের (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া) জ্ঞান থাকা প্রত্যেক বান্দার জন্য অপরিহার্য। কেননা এ জ্ঞান গুনাহ মাফের উসিলা হয়।

৩. আল্লাহ্র সাথে শরীক করলে অর্থাৎ শিরক গুনাহ করলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন না।

---

[৭২]. সূরা: লোকমান, আয়াত: ১৩

[৭৩]. বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৬

[৭৪]. মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, হাদিস নং-১৬৭

[৭৫]. মুসনাদে আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৮

দুরূদ-সালামের ফযিলত

١٨. عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَتَانِي مَلَكٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ تَسْلِيمَةً إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا؟ قُلْتُ: بَلَى أَيْ رَبِّ)).

১৮. অনুবাদ: হযরত আবু তালহা রা. নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার নিকট একজন ফেরেশতা আসলেন। অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন? আপনার প্রতিপালক বলেন- আপনার উম্মতের কেউ আপনার উপর একবার দুরূদ পড়লে আমি তার উপর দশবার রহমত নাযিল করব। আর আপনার উম্মতের কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম পাঠালে আমি তার প্রতি দশবার সালাম তথা শান্তি নাযিল করব। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! আমি সন্তুষ্ট আছি।[৭৬]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺ'র প্রতি দুরূদ-সালাম প্রেরণ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ'র প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ফেরেশতাদেরকে নিয়ে সর্বদা দুরূদ-সালাম প্রেরণ করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর দুরূদ পাঠ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর দুরূদ পাঠ কর আর উত্তমভাবে সালাম পেশ কর।[৭৭]

---

[৭৬]. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-৫৯২৬

[৭৭]. সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন- مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।[৭৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন- مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً যে ব্যক্তি নবী করিম ﷺ'র উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার উপর সত্তর বার সালাত পাঠ করেন অর্থাৎ রহমত নাযিল করেন।[৭৯]

দুরূদ শরীফের ফযিলত ও উপকারীতা সম্পর্কে অদমের লিখিত পুস্তক "বার মাসের আমল ও ফযিলত" এর ১৬৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৮৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ২৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. উপরোক্ত হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ'র উপর দুরূদ-সালাম পাঠের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

২. স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা নবী করিম ﷺকে সন্তুষ্ট করতে চান। যেখানে সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র সন্তুষ্ট কামনা করে সেখানে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীর সন্তুষ্টি চান। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ'র জন্য সবচেয়ে বড় খুশীর ব্যাপার।

৩. নেক কাজের বিনিময় দশগুণ বরং তার চেয়ে বেশী প্রদান করা হয়।

৪. নবী করিম ﷺ'র উপর বেশী বেশী দুরূদ-সালাম পেশ করা উম্মতের উপর আবশ্যক।

[৭৮]. নাসাঈ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৮৬
[৭৯]. মুসনাদে আহমদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৮৭

শাহাদতের ফযিলত

١٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ.

১৯. অনুবাদঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, যখন তোমাদের (ঈমানী) ভাইয়েরা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের আত্মাসমূহকে সবুজ পাখির ভিতরে রেখেছেন। তারা জান্নাতের নহরসমূহে গিয়ে এর ফল খেতে থাকে এবং আরশের ছায়ায় লটকানো স্বর্ণের ফানুসে ফিরে আসে। তারা যখন নিজেদের পানাহারের এত সুন্দর ব্যবস্থা পেয়েছে তখন তারা বলে- আমাদের (দুনিয়ার) ভাইদেরকে আমাদের এই সুসংবাদ কে পৌছাবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি এবং প্রতি নিয়ত রিযিক খেতে আছি? (এটা শুনে) যেন তারা জিহাদ থেকে অনীহা প্রকাশ না করে এবং জিহাদের ময়দানে কাপুরুষতা প্রদর্শন না করে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বলেন, আমিই তোমাদের সংবাদ তাদের কাছে পৌছাব।[৮০] রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الخ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদকে তোমরা মৃত বলে ধারণা করিওনা বরং তারা জীবিত তারা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্ত হয়।[৮১]

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদগণ আলমে বরযখে আল্লাহর অশেষ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়। তারা সবুজ পাখির রূপ ধারণ করে জান্নাতে বিচরণ

[৮০]. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ২৫২০
[৮১]. সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৯

করে রিযিক আহার করে পুনরায় আরশে ঝুলন্ত আলোক বর্তিকায় ফিরে আসে। তারা এসব প্রাপ্ত নিয়ামতের সুসংবাদ পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজনকে জানানোর আগ্রহ প্রকাশ করবে। তাদের আগ্রহ দেখে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনের আয়াত নাযিল করে তা পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দেন। যাতে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করার প্রতি তারা উৎসাহিত হয়।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ .

হযরত মিকদাম ইবনে মা'দি কারিবা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, শহীদদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ছয়টি ফযিলত রয়েছে। ১. প্রথমবারেই তাকে ক্ষমা করা হয়, প্রাণ বের হওয়া মাত্র তার ঠিকানা জান্নাত দেখানো হয়, ২. কবর আযাব মাপ করে দেওয়া হয়, ৩. জাহান্নামের আযাবের ভয় থাকবেনা, ৪. তার মাথায় ইয়াকুত পাথরের তাজ পরিধান করানো হবে যা দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম, ৫. তার সাথে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুরের বিবাহ দেয়া হবে ও ৬. তার নিকটাত্মীয়াদের মধ্যে সত্তর জনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে।[৮২]

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. শহীদগণ জীবিত। তারা আল্লাহ্র অফুরন্ত নিয়ামত প্রাপ্ত হয়, এমনকি তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়। তারা জান্নাতে বিচরণ করে আল্লাহ্র আরশের নীচে লটকানো ফানূসে ফিরে আসে।

২. জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে শহীদগণ অবাধ বিচরণ করে।

৩. মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল সে কোন নিয়ামত প্রাপ্ত হলে তা অন্যকে পাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৪. আল্লাহ্ তায়ালা যার সাথে ইচ্ছা করেন কথা বলেন। তবে তাঁর কথা বলার ধরণ সম্পর্কে আমরা অনবহিত।

৫. জান্নাতে নিয়ামত প্রাপ্ত হয় কেবল আত্মায় নয় বরং রূহ ও শরীর উভয়ের সমন্বয়ে।

[৮২]. তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৩৩৩

আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখার ফযিলত

٢٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ .

২০. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, রেহেম (রক্তীয় আত্মীয়তা) শব্দটি (আল্লাহ্র) গুণবাচক নাম 'রাহমান' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা রেহেমকে বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখব। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।[৮৩]

ব্যাখ্যাঃ রেহেম শব্দটি 'রাহমান' থেকে নির্গত হয়েছে। উভয়টির মূল বর্ণ অভিন্ন। 'রাহমান' হল আল্লাহ্র গুণবাচক নাম। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা রেহেম তথা আত্মীয়তার বন্ধনকে সম্বোধন করে বলেন– তোমার সাথে যে সম্পর্ক রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখব পক্ষান্তরে তোমার সাথে যে সম্পর্ক নষ্ট করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করব। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক থাকলে বান্দা রহমত, দয়া ও করুণাপ্রাপ্ত হয় পক্ষান্তরে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক না থাকলে বান্দা ওগুলো থেকে বঞ্চিত হয় বরং আল্লাহ্র গযবের শিকার হতে হয়।

অপর এক হাদিসে কুদসীয়্যাতে আছে–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللهُ أَنَا اللهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ .

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন-বরকতময় মহান আল্লাহ্ বলেছেন, আমিই আল্লাহ্, আমি রহমান (দয়ালু), আমি রেহেম

[৮৩]. বুখারী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪১৯, হাদিস নং-৪৭০১

তথা আত্মীয়তা সৃষ্টি করেছি এবং আমি তাকে আমার নাম (রহমান) থেকে বের করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে (দয়ার) সম্পর্ক ছিন্ন করব।[৮৪]

রেহেম শব্দটি যেহেতু আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'রাহমান' থেকে নির্গত, সেহেতু যে কেউ আল্লাহ্‌র নামের যথার্থ মূল্যায়ন করতঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে স্বয়ং আল্লাহ্‌ও তার সাথে রহমতের সম্পর্ক রাখবেন এবং তাকে দয়া ও অনুগ্রহ করবেন। পক্ষান্তরে তার বিপরীত হলে তিনি বান্দার সাথে রহমতের সম্পর্ক ছিন্ন করবেন ফলে বান্দা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. উপরোক্ত হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

২. রেহেম (আত্মীয়তা) শব্দটি আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'রহমান' থেকে সৃষ্ট। সুতরাং যে রেহেম তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে সে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবে।

[৮৪]. আবু দাউদ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২০, হাদিস নং-৪৭১১

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসার প্রতিদান

٢١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي .

২১. অনুবাদ: হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার মহত্ত্বের খাতিরে একে অপরকে ভালবাসত, তারা আজ কোথায়? আজ আমি তাদেরকে এই কঠিন দিনে আমার আরশের ছায়াতলে ছায়া দান করব; আজ আমার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই।[৮৫]

ব্যাখ্যা: মু'মিনদের পারস্পরিক ভালবাসা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হওয়া উচিত। যারা যাবতীয় পার্থিব স্বার্থ চিন্তা পরিহার করে অন্য মু'মিনকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার কারণে কিংবা কোন নেক কাজের কারণে ভালবাসবে, তারা পরকালে আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত হবে। যে দিন আল্লাহ্‌র আরশের ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না এবং সূর্য্য একেবারে মাথার সন্নিকটে আসবে তখন আল্লাহ্‌র আরশের ছায়ার নীচে তারা আশ্রয় পাবে।

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মু'মিনগণ পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসা উত্তম আমল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাউকে ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া উত্তম আমল।

উপরোক্ত বিষয়ে অপর একখানা হাদিসে কুদসীতে আছে- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ (رواه مالك) وَفِي رِوَايَةِ التِرْمِذِيِّ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى اَلْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ

[৮৫]. মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২৫, হাদিস নং- ৪৭৮৫

يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ. হযরত মুয়ায ইবনে জাবল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, যারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার সন্তুষ্টির জন্যই পরস্পর মিলিত হয়ে একস্থানে বসে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত করে এবং আমার সন্তুষ্টির আশায় নিজেদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে ব্যয় করে, তাদের জন্য আমার ভালবাসা অপরিহার্য হয়ে যায়। (ইমাম মালিক র.) তিরমিযী শরীফে এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যারা আমার মহত্বের খাতিরে পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করে, পরকালে তাদের জন্য নূরের মিম্বরসমূহ স্থাপন করা হবে। (যাদেরকে দেখে) নবীগণ এবং শহীদগণ ঈর্ষা করবেন।[৮৬]

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, যারা একমাত্র আমার সন্তুষ্টির আশায় পরস্পর বন্ধুত্ব করবে, তাদের ভালবাসার মধ্যে পার্থিব কোন স্বার্থ নিহিত থাকবেনা এবং থাকবেনা কোন প্রকারের কু-মতলব। এরূপ বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের জন্য আমার ভালবাসা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এখানে আল্লাহ্র ভালবাসা দ্বারা উদ্দেশ্য হল দুনিয়াতে তিনি তাকে শান্তিতে রাখবেন। মৃত্যুকালে তাকে ঈমানের দৌলত নসীব করবেন এবং পরকালে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের ময়দানে তাদের সম্মানে নূরের মিনার তৈরী করবেন। তদ্দর্শনে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন।

হাদিসে পাকের শিক্ষাঃ

১. দুনিয়াবী যাবতীয় বৈধ কাজ যদি আল্লাহ্ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় তা ইবাদতে পরিণত হয় এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হয়।
২. প্রতিটি ভাল কাজে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকা উচিত।
৩. কিয়ামতের ভয়াবহ সময়ে তারা আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় হবে।
৪. আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের জন্য কিয়ামতের ময়দানে আকর্ষনীয় মিনার তৈরী করা হবে।

---

৮৬. মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও তিরমিযী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২৬, হাদিস নং- ৪৭৯০

আল্লাহ্র ভালবাসা ও ঘৃণার প্রতিদান

٢٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ.

২২. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিব্রাঈল আ.কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তাই তুমিও তাকে ভালবাস, মহানবী ﷺ বলেন, তখন জিব্রাঈল আ.ও তাকে ভালবাসতে থাকেন। অতঃপর জিব্রাঈল আ. আসমানে ঘোষণা করে দেন, আল্লাহ্ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, অতএব, তোমরাও তাকে ভালবাস, ফলে আসমানবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। অতঃপর ভূ-পৃষ্ঠে তার গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিব্রাঈল আ.কে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি। সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তখন জিব্রাঈল আ. তাকে ঘৃণা করেন। অতঃপর তিনি আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তাই তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। নবী করিম ﷺ বলেন, তখন তারা তাকে ঘৃণা করতে থাকে। অনন্তর ভূ-পৃষ্ঠে তার প্রতি ঘৃণা স্থাপন করা হয়।[৮৭]

---

৮৭. মুসলিম শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২৫, হাদিস নং- ৪৭৮৪

ব্যাখ্যা: মানুষের ভালবাসা আল্লাহ্র ভালবাসার উপর নির্ভরশীল। সৃষ্টিকুলের ভালবাসা পেতে হলে প্রথমে আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ্র ভালবাসার অর্থ হল তিনি বান্দাকে হেদায়ত দান করেন, তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তার উপর নিয়ামত অবতীর্ণ করেন সর্বোপরি তার সার্বিক কল্যাণ সাধন করেন। আর জিব্রাঈল আ. সহ সকল ফেরেশতা কর্তৃক মানুষকে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তার প্রশংসা করা।

যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন তাদের প্রতি বিশ্ব জগতের সকল বস্তুর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। ফলে মানুষ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তার কর্মকাণ্ডে মানুষ খুশী থাকে, মানুষের অন্তরে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে যাদের প্রতি আল্লাহ্ ঘৃণা করেন, তাদেরকে অপছন্দ করেন। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয় আর সর্বত্র লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়। তখন আসমানবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই তাদেরকে ঘৃণা করে। তাদের কর্মকাণ্ডে মানুষ অসন্তুষ্ট হয় এবং সবদিকে তাদের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. বান্দার ভালবাসা আল্লাহ্র ভালবাসার উপর নির্ভরশীল।
২. আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন করার বান্দার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।
৩. আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার জন্য নবী করিম ﷺ'র অনুসরণ করা পূর্বশর্ত। যেমন-পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ . হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।[৮৮]

[৮৮]. সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৩১

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দোয়ার ফযিলত

২৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِيْ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِيْ هٰذِهِ؟ فَيَقُوْلُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ)) .

২৩. অনুবাদ: হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতে সৎ লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (বান্দা তা দেখে) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই মর্যাদা কোথা থেকে হল? তখন উত্তরে আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য দোয়া-মাগফিরাত কামনার কারণে।[৮৯]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদিস দ্বারা ইসালে সাওয়াব প্রমাণিত হয়। জীবিত বান্দা মৃত ব্যক্তির জন্য নেক আমলের সাওয়াব প্রেরণ করলে তা মৃত ব্যক্তির কবরে পৌছে যায়। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا فَيَجْعَلُهَا عَنْ اَبَوَيْهِ فَيَكُوْنُ لَهَا اَجْرُهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا . হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি নফল সাদকা করে তা নিজের পিতা-মাতার জন্য উৎসর্গ করে তাহলে তার পিতা-মাতা এর সাওয়াব পাবেন এবং তার নিজের সাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র কমবেনা।[৯০]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَىُّ شَيْءٍ هَذَا فَيُقَالُ وَلَدُكَ اِسْتَغْفَرَ لَكَ. হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত,

[৮৯]. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৩৬৬০, সূত্র: সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ৩০৭ ও তাবরানী আওসাত গ্রন্থে এবং বায়হাকী স্বীয় সুনানে, সূত্র: সরহুস সুদূর, বৈরুত, পৃ. ৩০৪।
[৯০]. মাযমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৩, পৃ. ১৩৮, সূত্র: বারমাসের আমল ও ফযিলত, পৃ. ১০২।

তিনি বলেন, মৃত্যুর পর মৃতের জন্য স্তর বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! এটি কিভাবে হল? তখন বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ইস্তিগফার তথা ক্ষমার জন্য দোয়া করেছে, (তারই কারণে তোমার জন্য এই মর্যাদা)।[৯১]

এ বিষয়ে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. يَتْبَعُ الرَّجُلَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ اَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اَنّٰى هٰذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ . হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির নেক আমল বৃহৎ আকারের পাহাড়ের ন্যায় হয়ে তার পেছনে পেছনে চলবে। সে বলবে, এগুলো কোথা হতে? বলা হবে, এগুলো তোমার জন্য তোমার সন্তানের মাগফিরাত বা দোয়ার বিনিময়ে।[৯২]

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. ঈসালে সাওয়াব কুরআন সুন্নাহ্ দ্বারা বৈধ প্রমাণিত হয়।
২. মৃত পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দোয়া-ইস্তিগফার খুবই উপকারী।
৩. যে কোন নেক আমলের সাওয়াব মৃতদের জন্য পাঠানো বৈধ।
৪. অন্যের আমলের দ্বারা জান্নাতে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।
৫. বান্দার পৌঁছানো আমল আল্লাহ্ বৃদ্ধি করে বৃহৎ আকারের পাহাড় সমতুল্য করে দেন।

[৯১]. আদাবুল মুফরাদ, কৃত ইমাম বুখারী, পৃ. ২০-২১, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩।
[৯২]. শরহুস সুদুর, বৈরুত, পৃ. ৩০৪, সূত্র: বারমাসের আমল ও ফযিলত, পৃ. ১০০।

অসহায় বান্দাকে সহায়তা প্রদানের ফযিলত

٢٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي .

২৪. অনুবাদ: হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামত দিবসে বলবেন- হে বনী আদম! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করনি। বান্দা বলবে, হে আমার পালনকর্তা! কিভাবে আপনার সেবা করব? আপনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জাননা? আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তুমি তার সেবা করনি। জেনে রাখ, তুমি যদি তার সেবা করতে তাহলে তুমি আমাকে তার কাছে পেতে। হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে- হে প্রভু! আমি কিভাবে আপনাকে খাবার খাওয়াব? আপনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। আল্লাহ্ বলবেন- আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। যদি তুমি তাকে খাবার

খাওয়াতে তবে তুমি এর প্রতিদান আমার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে- হে প্রভু! আপনি তো সমগ্র জগতের পালনকর্তা। আপনাকে কিভাবে পানি পান করাব? আল্লাহ্ বলবেন- আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তার প্রতিদান আমার নিকট পেতে।[১৩]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদিসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন বান্দার কাছে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করবেন– ১. রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করা এবং ২. ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া এবং ৩. পিপাসর্তকে পানি পান করানো। এ তিনটিতে আল্লাহ্ অত্যন্ত খুশী হন এবং এদেরকে দেওয়া মানে স্বয়ং আল্লাহকে দেওয়া।

রোগীর সেবা করার ফযিলত সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদিস শরীফ লিপিবদ্ধ করা হল– عَنْ عَلِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে বলতে শুনেছি– কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমান রোগীর সকাল বেলা সেবা করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে। আর যদি সন্ধ্যা বেলা সেবা করে তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে। আর তার জন্য রয়েছে জান্নাতে বিস্তৃত বাগান।[১৪]

আবু দাউদ শরীফের হাদিসে আছে– রোগীর সেবককে আল্লাহ্ তায়ালা ষাট হাজারের রাস্তা পরিমাণ জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবেন। মুয়াত্তা মালিক ও মুসনাদে আহমদ র.'র হাদিসে বর্ণিত আছে- রোগীর সেবা করতে যাওয়া ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্র রহমতে প্রবিষ্ট থাকে। ইবনে মাজাহ শরীফের হাদিসে আছে সে জান্নাতে তার ঠিকানা করে নেয়।

---

[১৩]. মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৩

[১৪]. তিরমিযী শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৫

ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো উত্তম ইবাদত। হাদিস শরীফে আছে– عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে জিজ্ঞাসা করলেন ইসলামে কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো আর তোমার চেনা-অচেনা মুসলিমকে সালাম দেওয়া।[১৫]

হাদিস শরীফে আছে– জনৈক পাপী একটি পিপাসার্ত ইতর প্রাণী কুকুরকে পানি পান করাতে তার জান্নাত লাভ হয়। তাহলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে পানাহার করালে কত বেশী সাওয়াব ও ফযিলত হবে পাঠক মাত্রই বুঝবেন।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. যে ক্ষুধার্তকে খাবার দেয় আল্লাহ্ তার পাশে থাকেন। আর আল্লাহ্ যার পাশে থাকেন দুনিয়া-আখিরাতে তারা কোন ভয় থাকবে না।

২. আল্লাহ্ তায়ালা রোগ, পানাহার ইত্যাদি থেকে মুক্ত। এটি কেবল মানুষকে বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে।

৩. রোগীর সেবা করা এবং ক্ষুধার্তকে পানাহার করানো উত্তম ইবাদত।

৪. আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামত দিবসে বান্দার সাথে কথা বলবেন।

---

[১৫]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্র: মিশকাত শরীফ, পৃ. ৩৯৭

অভাবগ্রস্তকে অবকাশ প্রদান করার ফযিলত

২৫. عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أُتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا قَالَ يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي .

২৫. **অনুবাদঃ** হযরত হোযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ্ তায়ালার সামনে একজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যাকে আল্লাহ্ তায়ালা (পৃথিবীতে) ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বলবেন- তুমি দুনিয়াতে কি আমল করেছ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে আল্লাহ্ থেকে কিছুই গোপন করতে পারবে না। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সম্পদ দিয়েছেন। আমি মানুষের সাথে লেন-দেন করতাম। দয়া ও উদারতা ছিল আমার স্বভাব। আমি স্বচ্ছলদের প্রতি সদয় হতাম আর অভাবীদেরকে অবকাশ দিতাম। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন- তোমার চেয়ে আমি ক্ষমা করার হকদার বেশী। আমার বান্দাদের ক্ষমা কর।[৯৬]

ব্যাখ্যাঃ বান্দার দয়া ও উদারতার চেয়ে আল্লাহ্র দয়া ও উদারতা কোটি গুণ বেশী। বান্দা যখন তার ক্ষুদ্র দয়া দ্বারা অপর বান্দার উপর দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করে তখন আল্লাহ্ তায়ালাও বান্দাকে দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

[৯৬]. বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৩৪৫১ ও মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-১৫৬০, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ ৩১৯।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদিসে আছে– হযরত আবু হোরায়রা রা. নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোন ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে মাফ করে দাও, হয়তো আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের মাফ করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে মাফ করে দেন।[৯৭]

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ঋণগ্রহীতা যদি অভাবী হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।[৯৮]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফতি আহমদ এয়ার খান নঈমী র. বলেন– হে মুসলমানগণ! যদি তোমার ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় এবং ওয়াদা মতে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও। যখন সুযোগ হবে আদায় করবে। আর যদি ঋণগ্রহীতা ফকীর-মিসকীন হয় তাহলে অবকাশ দেয়ার চেয়ে তাকে ক্ষমা করে দেয়া উত্তম। কেননা তুমি যদি তাকে মুক্ত করে দাও তবে আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর কর্জ থেকে মুক্ত করে দেবেন।[৯৯]

ঋণ প্রদানের ফযিলতঃ

অভাবগ্রস্তকে ঋণ প্রদান করা সাওয়াব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, তিন ধরণের মানুষকে জান্নাতে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এর নিয়ামত ভোগ করার অনুমতি দেয়া হবে। তম্মধ্যে একজন হল যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তকে ঋণ দেয়। [রূহুল বয়ান]

হযরত আবু উমামা বাহেলী রা. স্বপ্নে দেখেন যে, জান্নাতের দরজায় লেখা আছে যে, সাদকার সাওয়াব দশগুণ আর ঋণ প্রদানের সাওয়াব আঠার গুণ। জিজ্ঞাসা করা হল– এর কারণ কি? উত্তর আসল- সাদকা তো

[৯৭]. সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস নং-১৯৪৮, পরিচ্ছেদ নং-১২৯৪।
[৯৮]. সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৮০
[৯৯]. তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-৩, পৃ. ১৯৮

প্রয়োজন নাই এমন ব্যক্তিও নেয় কিন্তু কর্জ কেবল অভাবীরাই নেয়। [রূহুল বয়ান]

যে ব্যক্তি ঋণগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অবকাশ দেয় সে প্রতিদিনের বিনিময়ে এত পরিমাণ সাওয়াব পাবে যে, যেমন কারো উপর একমাস মেয়াদী ঋণ ছিল একশত টাকা। এক মাস অতিক্রম হওয়ার পর প্রতি দিন সে একশত টাকা দান করার সাওয়াব পাবে।[১০০] [রূহুল বয়ান]

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা সম্পদের হিসাব নিবেন।
২. অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দেয়া কিংবা ক্ষমা করে দেয়া উত্তম চরিত্র।
৩. বান্দা বান্দাকে ক্ষমা করলে আল্লাহও বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।
৪. বান্দা আল্লাহ্ তায়ালা থেকে কিছুই গোপন করতে পারে না।
৫. দুনিয়া আমল ও পরীক্ষার ঘর। এখানে করলে ওখানে পাবে।

---

১০০. সূত্র: তাফসীরে নঈমী, খণ্ড-৩, পৃ. ২০০

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমে গায়েবের অধিকারী ছিলেন

২৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ أَوْ قَالَ فِي نَحْرِي فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

২৬. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, আমি আমার পালনকর্তাকে অতি উত্তম আকৃতিতে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! 'মালায়ে আলা' কি বিষয়ে বিতর্ক বা ঝগড়া করছে আপনি জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কুদরতের হাত আমার দু'কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আসমান সমূহে এবং যমিনে যা কিছু আছে সব বিষয়ে অবগত হলাম। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, হে মুহাম্মদ! 'মালায়ে আলা' তথা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা কি নিয়ে বিতর্ক করছে আপনি জানেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, জানি। কাফ্ফারাত নিয়ে বিতর্ক করছে। আর কাফ্ফারাত হল- ক. নামাযের পর মসজিদসমূহে অবস্থান করা। খ. পায়ে হেঁটে জামাতে উপস্থিত হওয়া। গ. কষ্টের সময়ও উত্তমভাবে পূর্ণাঙ্গ উযূ করা। এরূপ যে

করবে কল্যাণের সাথে বাঁচবে ও কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে তার গুনাহ হতে পাক হয়ে যাবে সেদিনের ন্যায়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, হে মুহাম্মদ! যখন নামায পড়বেন এ দোয়া করবেন- হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে চাই ভাল কাজসমূহ সম্পাদন করতে, মন্দ কাজসমূহ ত্যাগ করতে ও দরিদ্রের ভালবাসতে। হে আল্লাহ্! যখন আপনি আপনার বান্দাদের ফেতনায় ফেলতে চাইবেন, তখন আমাকে ফেতনা মুক্ত রেখে আপনার দিকে উঠিয়ে নিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, দারাজাত হল সালামের প্রচলন করা, দরিদ্রকে খাবার খাওয়ানো এবং রাতে নামায পড়া, যখন মানুষ নিদ্রায় মগ্ন থাকে।[১০১]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদিসখানা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইলমে গায়েব এর অধিকারী হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কুদরতী হাত মোবারক রাসূলুল্লাহ ﷺ'র কাঁধে রেখে তাঁকে ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সব কিছুর জ্ঞান দান করেছেন এমন কি বিশ্বমণ্ডলে কি হচ্ছে তাও তিনি নিজ চোখে অবলোকন করেছেন এবং আল্লাহ্র প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

উপরে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী ক্বারী র. বলেন– يَعْنِي مَا اَعْلَمَهُ اللهُ مِمَّا فِيْهِمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْاَشْجَارِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ سِعَةِ عِلْمِهِ الَّذِىْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে আসমান-যমিনের সব কিছুর জ্ঞান দান করেছেন এমনকি ফেরেশতা ও বৃক্ষসমূহ সম্পর্কেও। এটি প্রকাশ্য দলীল রাসূলুল্লাহ ﷺ'র প্রশস্ত জ্ঞানের যা তাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছেন।

আল্লামা যুরকানী শরহে মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যা গ্রন্থে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন– اِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ رَفَعَ لِىَ الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلَى مَاهُوَ كَائِنٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى كَفِّهِ هٰذِهٖ নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার সামনে সমগ্র জগতকে পেশ করেছেন। অতঃপর আমি দুনিয়াকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়কে এভাবে দেখতেছি যেভাবে স্বীয় হাতের তালু দেখতেছি।[১০২]

অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন- اِنَّ اللهَ زَوَى لِىَ الْاَرْضَ فَرَاَيْتُ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা আমার জন্য সমগ্র পৃথিবী সংকুচিত করে দেন। ফলে আমি পূর্ব-পশ্চিমে সব কিছু দেখেছি।[১০৩]

---

[১০১]. তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৬৯-৭০ ও আল আহাদীসুল কুদসীয়্যা, পৃ. ১১৮, হাদিস নং-১৪২
[১০২]. আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া, পৃ. ৪৮১, সূত্রঃ মাওয়াহেবে রেজভীয়্যাহ, খণ্ড-৫, পৃ. ৩
[১০৩]. মুসলিম শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫১২

হযরত ওমর ফারুক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে একদা এক স্থানে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি আমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত করলেন। এমন কি জান্নাতীরা তাদের স্থানে এবং জাহান্নামীরা তাদের স্থানে প্রবেশ করার ব্যাপারেও অবহিত করলেন। যারা যতটুকু স্মরণ রাখতে পেরেছে রেখেছে আর যারা ভুলে যাওয়ার তারা ভুলে গেল।[১০৪]

মোটকথা হল- আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইলমে গায়েব জানেন- এতে কারো দ্বিমত নেই। কেবল মুষ্টিমেয় কতিপয় রাসূল বিদ্বেষীরা এ বিষয়ে মতবিরোধ করে। কারণ আল্লাহ্ তাদের চোখে-কানে মহর লাগিয়ে দিয়েছেন যার ফলে তারা সত্যকে দেখেনা ও শুনেনা। আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়ত করুন।

হাদিস শরীফে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করে আরেক ওয়াক্তের জন্য মসজিদে অবস্থান করা কিংবা মসজিদে এ'তেকাফ থাকা, মসজিদে জামাতে নামায পড়ার জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া, শীতকালীন অতি ঠাণ্ডার মধ্যে অপছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও ভালভাবে উযূ করা, নামাযের পরে ভাল কাজের জন্য দোয়া, মিসকীনকে ভালবাসা, ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার প্রার্থনা করা, সালাম বিনিময় করা, ক্ষুধার্তকে খাবার প্রদান করা এবং রাতের বেলায় নামায পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺকে যা হয়েছে আর যা হবে সব কিছুর জ্ঞান দান করেছেন।
২. উত্তমভাবে উযূ-নামায বিশেষভাবে রাতের বেলার নামাযের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।
৩. পরস্পরের মধ্যে সালাম বিনিময় করা এবং ক্ষুধার্তকে আহার করানো সম্পর্কে উৎসাহিত করেছেন।
৪. নবী করিম ﷺ'র স্বপ্নও ওহী।

---

[১০৪]. বুখারী শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫০৬

অন্ধত্বের প্রতিদান জান্নাত

٢٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.

২৭. **অনুবাদঃ** হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি- নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, যখন আমি আমার বান্দার দু'টি প্রিয় বস্তু (দু'চোখ) দিয়ে তাকে পরীক্ষা করি অর্থাৎ দু'টি চোখের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেই আর বান্দাহ তাতে ধৈর্য্যধারণ করে তখন আমি তার ঐ দু'টির বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করি।[১০৫]

ব্যাখ্যাঃ সহীহ তিরমিযী শরীফেও অনুরূপ হাদিস হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে। তবে সেখানে حَبِيْبَتَيْهِ এর স্থলে كَرِيْمَتَيْ উল্লেখ আছে, প্রথমটির অর্থ হল দু'টি প্রিয় অঙ্গ। যেহেতু শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় অঙ্গ হল মানুষের দু'টি চোখ। যার চোখ নেই কেবল সেই বুঝবে চোখ কত বড় নিয়ামত। চোখ দিয়ে কোন কল্যাণ দেখলে মানুষ খুশী হয় এবং তা অর্জন করার চেষ্টা চালায়। পক্ষান্তরে কোন অকাল্যাণ দেখলে তা বর্জন করার চেষ্টা চালায়। আর চোখ না থাকলে মানুষ তা থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া পৃথিবীর যে কোন সুন্দর বস্তু দেখতে সকলের ইচ্ছে হয় কিন্তু দৃষ্টি শক্তিহীন ব্যক্তি ঐসব সৌন্দর্য্য পরিদর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েও যখন ধৈর্য্য ধারণ করে তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ দিয়ে জান্নাতের সুদৃশ্য দেখার সুযোগ করে দেবেন।

তিরমিযী শরীফের বর্ণন.য় كَرِيْمَتَيْ বলা হয়েছে। যেহেতু শরীরের সব অঙ্গ থেকে চোখ দু'টি মর্যাদাবান ও মূল্যবান তাই এ শব্দটি ব্যবহার করা

১০৫. বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৫৬৫৩, সূত্রঃ আল আহাদীসুল কুদসীয়্যাহ, পৃ. ১৫৬

হয়েছে। আর জান্নাত হল বান্দার জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান। দুনিয়ার সৌন্দর্য্যের চেয়ে জন্নাতের সৌন্দর্য্য অনেক উত্তম ও সুদৃশ্য। তাই তাকে জান্নাত দান করবেন।

শরীরের প্রত্যেক সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র দান ও নিয়ামত। বান্দার উচিত ঐ সব নিয়ামতের শোকর করা। চোখের শোকর হল– চোখ দিয়ে ভাল জিনিস দেখবে, আল্লাহ্র নিখুঁত সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখে আল্লাহ্র প্রশংসা করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া এবং অবৈধ বস্তুর দিকে নযর না দেয়া। আর এই নিয়ামত আল্লাহ্ তুলে নিলে কিংবা কাউকে এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করলে ধৈর্য্যধারণ করা উচিত। কারণ, এই নিয়ামতটি আল্লাহ্ ছাড়া কেউ দিতে পারেনা বিধায় অভিযোগ না করে ধৈর্য্যধারণ করে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নিজেকে আত্মসমর্পণ করলে আল্লাহ্ খুশী হয়ে পরকালে জন্নাত দান করবেন।

হাদিসে পাকের শিক্ষাঃ

১. চোখ আল্লাহ্র বড় নিয়ামত। আকল ও অন্তরের পর চোখের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

২. দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়াতে বান্দা সবর করলে পরকালে জান্নাত প্রাপ্ত হয়।

৩. দুনিয়াতে পরীক্ষা ও বালা মুসিবতে লিপ্ত মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য জান্নাত হল ফলভোগের, শান্তির ও নিরাপদ স্থান।

খোদাভীতির ফযিলত

২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: " وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

২৮. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আর তিনি তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমার ইজ্জতের শপথ! আমি আমার বান্দার উপর দু'টি ভয় ও দু'টি নির্ভয় একত্রিত করব না। যখন সে আমাকে দুনিয়াতে ভয় করবে তখন আমি তাকে কিয়ামতের দিন অভয়ে রাখব। আর যখন সে দুনিয়াতে আমাকে ভয় না করে তখন আমি তাকে কিয়ামত দিবসে ভয়ের মধ্যে রাখব।[১০৬]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদিসে আল্লাহ্ তায়ালা খাওফে এলাহীর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। কেননা খোদাভীতি হল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মহা উপায়। যার অন্তরে খোদভীতি নাই কেবল সেই গুনাহ করার দুঃসাহস করে।

আল্লাহকে যথাযথভাবে চিনলেই আল্লাহভীতি মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়। যখন বান্দা জানবে যে, আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি পাপীকে শাস্তি দেন এবং নেককারকে পুরস্কৃত করেন। তাঁর সামনে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিও অতি তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। এদেরকে শাস্তি দিতে তিনি কারো পরওয়া করেন না। তখন বান্দার অন্তরে তাঁর ভীতি সঞ্চার করবে এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন- إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানীগণই আল্লাহকে ভয় করেন।[১০৭]

[১০৬]. সহীহ ইবনে হিব্বান, সূত্র: সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ৩৩৪
[১০৭]. সূরা আল-ফাত্বির, আয়াত: ২৮

আর যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে না, যা ইচ্ছে তা করে, গুনাহ করতে লজ্জাবোধ হয় না এবং পৃথিবীতে বেপরওয়া হয়ে চলে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাকে বিভিন্ন আযাবে রেখে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখবেন।

মোদ্দাকথা হল- দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে পাপাচার থেকে বিরত থাকলে সে আখিরাতে নির্ভয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে আল্লাহভীতি না থাকলে এবং বিভিন্ন প্রকারের পাপাচারে লিপ্ত হলে পরকালে মহা ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে এবং সর্বদা ভয়ের মধ্যে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذَا اقْشَعَرَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ مِنَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا- মু'মিনের অন্তর যখন আল্লাহ্র ভয়ে কাঁপতে থাকে তখন গাছের শুকনো পাতা ঝরার ন্যায় তার গুনাহসমূহ ঝরে পড়তে থাকে।[১০৮]

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. খোদাভীতি তথা তাকওয়া মানুষের জন্য বড় জিনিস।

২. যেমন কর্ম তেমন ফল হয়।

৩. আল্লাহ্র ব্যাপারে নির্ভয় হওয়া অনুচিত।

৪. খোদাভীতি সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ যোগায় আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।

[১০৮]. তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ২৪২, বৈরুত

রুগ্ন অবস্থায় ধৈর্যের ফযিলত

২৯. شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيُّ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ يَعُوْدَانَهُ فَعَالَا لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ قَالَ أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ قَالَ لَهُ شَدَّادٌ أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ.

২৯. অনুবাদ: হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস ও সুনাবেহী রা. বর্ণনা করেন, আমরা উভয়ে এক রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করার উদ্দেশ্যে (তার ঘরে) প্রবেশ করলাম। তাকে বললাম, তুমি কোন অবস্থায় সকাল করেছ? উত্তরে সে বলল, নিয়ামতের উপর সকাল করেছি। হযরত শাদ্দাদ রা. বলেন, তোমার জন্য সুসংবাদ, তোমার গুনাহ ক্ষমা ও ভুল-ত্রুটি মার্জনা হওয়ার কারণে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে বলতে শুনেছি– নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যখন আমি কোন মু'মিন বান্দাকে রোগে আক্রান্ত করি এবং রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বান্দা আমার প্রশংসা করে তখন সে রোগের বিছানা থেকে এমনভাবে গুনাহ থেকে পাক পবিত্র হয়ে উঠে যেন তার মা তাকে আজই নিষ্পাপ প্রসব করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, আমি আমার বান্দাকে বন্দী করেছি এবং মুসিবতে পতিত করেছি, হে ফেরেশতারা! তোমার ঐ আমল তার আমলনামায় লিখ যা তার সুস্থ অবস্থায় লিখতে।[১০৯]

ব্যাখ্যা: রোগ-শোক বান্দার ইচ্ছাধীন নয় বরং আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়। রোগ-ব্যাধিকে আল্লাহ্র আযাব মনে করাও ঠিক নয়। কারণ এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার গুনাহ ক্ষমা করেন। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত- إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا ابْتَلَى الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ , فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ , وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ " রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

[১০৯]. মুসনাদে আহমদ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৭

যখন কোন মুসলমান শারীরিক কোন মুসিবতে পতিত হয় তখন দায়িত্ববান ফেরেশতাকে বলা হয়, তুমি তার আমলমানায় এমন আমল লিখ যা সে সুস্থ অবস্থায় করত। যদি সে রোগ থেকে ভাল হয় তখন তার গুনাহ্ ধুয়ে পবিত্র হয়ে যায় আর মৃত্যুবরণ করলে তাকে ক্ষমা ও দয়া করা হয়।[১১০]

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা যখন তাঁর কোন মু'মিন বান্দাকে অসুখে ফেলেন, তখন তিনি বান্দার বাম দিকের ফেরেশতাকে বলেন- তার উপর থেকে কলম উঠিয়ে রাখ অর্থাৎ তার গুনাহ লিখবে না। আর ডানদিকের ফেরেশতাকে বলেন- আমার বান্দা সুস্থ থাকতে সবচেয়ে সুন্দররূপে যেমন আমল করত অনুরূপ আমল লিখে যেতে থাক, কেননা সে আমার বন্ধনে আবদ্ধ।[১১১]

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার র. বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, কোন বান্দা যখন অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার নিকট দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং এ মর্মে বলে দেন যে, আমার বান্দা তার দর্শনকারীদের কী বলে সেদিকে খেয়াল রাখবে। কোন দর্শনকারী আসলে সে যদি আল্লাহ্র প্রশংসা করে তাহলে তারা দু'জন সেটি নিয়ে আল্লাহ্র নিকট যায় অথচ আল্লাহ্ তা ভালভাবেই জানেন। তখন আল্লাহ্ বলেন- তোমরা আমার বান্দাকে বলে দেবে যে, আমি যদি তার মৃত্যু দান করি তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যদি তাকে আরোগ্য দান করি তাহলে তার বর্তমান গোশত অপেক্ষা উত্তম গোশত ও বর্তমান রক্ত অপেক্ষা উত্তম রক্ত দান করব এবং তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেব।[১১২]

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. সুখ-দুঃখ, রোগ-ব্যাধি ও সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। ঔষধ কেবল উসিলা মাত্র। ঔষধ সেবন করা তাওক্কুলের পরিপন্থী নয়।

২. রোগী দর্শনকারীদের সাথে অভিযোগ না করে বরং শোকরিয়ামূলক ও আল্লাহ্র প্রশংসা মূলক কথা বললে আল্লাহ্ খুশী হন এবং বান্দার গুনাহ মাফ করে বান্দাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

[১১০]. মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৬

[১১১]. তাম্বীহুল গাফেলীন, বাংলা, পৃ. ৫৫৬

[১১২]. তাম্বীহুল গাফেলীন, বাংলা, পৃ. ৫৫৫

অহংকারের পরিণাম জাহান্নাম

٣٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

৩০. অনুবাদ: হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ আয্যা ওয়াজাল্লা বলেন, অহংকার আমার চাদর, মহত্ব আমার পায়জামা। যে ব্যক্তি আমার সাথে ঝগড়া করে ওই দু'টি থেকে কোন একটি নিয়ে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।[১১৩]

ব্যাখ্যা: অহংকার ও মহত্ব আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য এবং কেবল তারই জন্য উপযুক্ত অন্য কারো জন্য নয়। কেউ এ দু'টির একটি দাবী করা মানে হল আল্লাহ্র সাথে ঝগড়া করা এবং আল্লাহ্র চাদর নিয়ে টানাটানি করা।

অহংকার পতনের মূল। অহংকারীকে কেউ পছন্দ করে না বরং ঘৃণা করে। এটা শয়তানের চরিত্র। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ সে (শয়তান) অস্বীকার করল এবং অহমিকা দেখাল, ফলে সে কাফেরদের দলভুক্ত হল।[১১৪]

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ্ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।[১১৫]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো এরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে অচিরেই তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১১৬]

---

[১১৩]. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৪০৯০, সূত্র: সহীহ্ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ৩৪৪
[১১৪]. সূরা: বাকারা, আয়াত: ৩৪
[১১৫]. সূরা: আরাফ, আয়াত: ১৪৬
[১১৬]. সূরা: আল মু'মিন, আয়াত: ৬০

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১১৭]

অহংকার শয়তানী চরিত্র, কুফুরী কাজ, মূর্খ ও নির্বোধের স্বভাব এবং খোদার অভিশাপ। অতএব কোন জ্ঞানী, বিবেকবান ও ভদ্রলোকের পক্ষে কোন অবস্থাতেই অহংকার করা শোভা পায়না।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. অহংকার ও বড়ত্ব আল্লাহ্র গুণ। নাপাক পানি থেকে সৃষ্ট মানুষের অহংকার করার কোন অধিকার নেই।
২. যারা অহংকার করে তাদের স্থান জাহান্নাম।
৩. অহংকার পরিত্যাগ করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অপরিহার্য।
৪. অহংকার একমাত্র আল্লাহকেই শোভা পায়।

---

[১১৭]. মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৩৩

ছবি অংকন হারাম

৩১. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً.

৩১. অনুবাদ: হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, সে ব্যক্তি থেকে বড় যালিম কে হতে পারে? যে আমার সৃষ্টি করার ন্যায় সৃষ্টি করতে চায়। অতঃপর (দেখি) তারা সৃষ্টি করুক একটি ক্ষুদ্র বালুকণা, দানা ও যব।

ব্যাখ্যা: ছবি অংকন করা বিশেষত জীব-জন্তুর ছবি অংকন করা সম্পূর্ণ হারাম। এসব অংকনকারীকে আল্লাহ্ তায়ালা বড় যালিম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ জীব সৃষ্টি করা আল্লাহ্র কাজ। আল্লাহ্ তায়ালা বিভিন্ন ফল-মূলের দানা সৃষ্টি করেন। আবার সেটিকে মাটিতে বপন করলে তা থেকে নতুন গাছ সৃষ্টি হয়। সমগ্র পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক একত্রিত হয়ে শত চেষ্টা করলেও ঐরূপ একটি দানা তৈরী করতে পারবে না।

হাদিস শরীফে আছে, যে সব ঘরে জীব-জন্তুর ছবি থাকবে সেসব ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেনা। তাই ঘরে কারো ছবি না রাখা উচিত।

অপর হাদিসে আছে- কিয়ামত দিবসে ছবি অংকনকারীকে আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন- তোমার অংকিত ছবিতে প্রাণ দাও। দিতে না পারলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোন ধরণের ছবি নিষেধ তা নিয়ে ওলামাগণের মধ্যে মত বিরোধ থাকলেও 'মুজচ্ছাম' তথা মাটি, সেমিন্ট, সিরামিক কিংবা প্লাস্টিক দ্বারা নির্মিত ছবি হারাম হওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত। সুতরাং এগুলো তৈরী করা কিংবা ঘরে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. কোন বস্তুর সম্পূর্ণভাবে ছবি অংকন করা হারাম।

২. সব ধরনের জীব-জন্তুর ছবি ঘরে রাখা নিষিদ্ধ।

৩. প্রয়োজন ছাড়া ছবি তোলাও নিষিদ্ধ।

অনধিকার বিষয়ে শপথ করার পরিণাম

৩২. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟! فَقَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ فَقَبَضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا؟ أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟! وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.

৩২. অনুবাদ: হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, বনি ইস্রাঈলে দু'জন ব্যক্তি ছিল যারা পরস্পর ভাই ছিল। তাদের একজন গুনাহ করত আর অপরজন ইবাদতে মগ্ন থাকত। ইবাদতকারী ব্যক্তি অপরজনকে সর্বদা গুনাহ করতে দেখত আর বলত- গুনাহ থেকে বিরত থাক। একদা ইবাদতকারী গুনাহগারকে গুনাহ করতে দেখে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে বললে গুনাহগার ব্যক্তি জবাব দিল- তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমার ব্যাপারটি আমার আল্লাহর সাথে হবে। তুমি কি আমার পাহারাদার নিয়োজিত হয়েছ? ইবাদতকারী ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন না কিংবা আল্লাহ্ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর তাদের উভয়ের মৃত্যু হল এবং তারা উভয় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হল।

আল্লাহ্ তায়ালা ইবাদতকারী ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানতে? তুমি কি এমন বিষয়ে ক্ষমতাবান যা সম্পূর্ণরূপে আমার হাতে? (অর্থাৎ কেন তুমি তাকে আমার ক্ষমা থেকে নৈরাশ করেছ?) আল্লাহ্ তায়ালা গুনাহগার ব্যক্তিকে বলবেন- যাও, তুমি আমার রহমত দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ কর আর অপরজন সম্পর্কে বললেন- তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও।

হযরত আবু হোরায়রা রা. বলেন, ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, সে এমন বাক্য ব্যবহার করেছে যা দ্বারা তার দুনিয়া-আখিরাত উভয়টি ধ্বংস করে দিল।[১১৮]

ব্যাখ্যাঃ আবেদ ব্যক্তিটি তার ইবাদতে অহংকারী ছিল এবং গুনাহগার ব্যক্তিটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল মনে করত। তাছাড়া যে বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ্র হাতে সে বিষয়ে সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে নিশ্চিত ভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। অথচ ঐ বিষয়ে তার কোন অধিকার ছিলনা। ক্ষমা করার এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন ব্যাপার। সে নিজের আমলের ব্যাপারে গর্ব করে অপরজনকে জাহান্নামী বলার প্রয়াস পেয়েছে বিধায় আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় রহমত ও দয়া করে গুনাহগারকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে পাঠিয়েছেন আর অহংকারী আবেদ ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়েছেন। জান্নাত ও জাহান্নাম দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইখতিয়ারাধীন। তিনি কাউকে জান্নাত দিলে তা হবে তাঁর দয়া ও অনুকম্পা। আর কাউকে জাহান্নাম দিলে তা হবে তাঁর ইনসাফ।

হাদিসে পাকের শিক্ষাঃ

১. অনধিকার বিষয়ে নিশ্চিত ফায়সালা দেওয়া উচিত নয়। বিশেষত: বিষয়টি যদি আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন হয়।
২. নিজের ইবাদত নিয়ে গর্ব করে অপরকে হেয় ও তুচ্ছ করা উচিত নয়।
৩. জান্নাত ইবাদত দ্বারা অর্জিত হয় না বরং আল্লাহর দয়ায় প্রাপ্ত হয়।
৪. গুনাহগারকে ঘৃণার দৃষ্টিতে না দেখা উচিত। বরং তাকে ক্ষমার আশা দিয়ে আল্লাহ্র রহমত থেকে নৈরাশ করা যাবেনা।
৫. কোন কোন সময় মুখের একটি বাক্য জাহান্নামী বানিয়ে দেয়।
৬. নিশ্চিত কাফের ব্যতিত অন্য কাউকে জাহান্নামী বলা জায়েয নাই।

১১৮. সহীহ সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং-৪৯০১

মযলুমের দোয়া কবুল হয়

৩৩. عَنْ خُزَيْمَةَ بن ثَابِتٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَ تُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ".

৩৩. অনুবাদঃ হযরত খোযায়মা ইবনে সাবিত রা. নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, মযলুমের দোয়া মেঘের উপরে উঠানো হয় এবং এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আর আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমার ইজ্জতের শপথ! (হে মযলুম) আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব যদিও কিছু সময় পরে হয়।[১১৯]

ব্যাখ্যাঃ "মযলুমের দোয়া মেঘের উপরে উঠানো হয় এবং আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়" এর অর্থ হল এর দোয়া দ্রুত আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়।

'আর আল্লাহ্ সাহায্য করবেন' এর অর্থ হল– আল্লাহ্ তায়ালা মযলুমের হক নষ্ট করবেন না, তার দোয়া ফেরৎ দিবেন না বরং দ্রুত কবুল করবেন যদিও বিলম্বে হয়। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাকে দ্রুত শাস্তি দিতে চান না, বরং সংশোধন হওয়ার সুযোগ দেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে যালিমকে দ্রুত শাস্তি দেন না।

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা যালিমকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তাকে ধরেন তখন আর সে রেহাই পায়না। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন– وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ আপনার প্রভুর পাকড়াও এমনই যে, তিনি যখন কোন জনপদকে যুলুম অবস্থায় পাকড়াও করেন, তখন তাঁর সে পাকড়াও হয় কঠোর যন্ত্রণাদায়ক।

১১৯. সহীহ তাবরানী ফিল কবীর, হাদিস নং-৩৭১৮

মূলতঃ যুলুম অত্যন্ত বড় গুনাহ। গুনাহ যদি বান্দা ও আল্লাহ্র মাঝে হয়, তাহলে আল্লাহ্ তো দয়ালু। তিনি হয়ত বান্দাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু কোন অপরাধ যদি বান্দা বান্দার মাঝে হয়, তাহলে প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ মযলুমে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কারণ মযলুমকে ক্ষমা না করলে আল্লাহ্ও ক্ষমা করেন না। তাই যালিমের উচিত যুলুম থেকে তাওবা করা এবং দুনিয়াতেই মযলুমের সাথে সুরাহা করা। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মযলুমের জন্য দোয়া-ইস্তগ্ফর করবে। তাতে আশা করা যায় সে রেহাই পাবে।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. মযলুমের দোয়া দ্রুত কবুল হয়।

২. মযলুমকে আল্লাহ্ তায়ালা সাহায্য করেন।

৩. যুলুম বড় গুনাহ। এ গুনাহ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

৪. যুলুম বান্দার হক। তাই বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ্ও ক্ষমা করেন না।

৫. মযলুম মারা গেলে তার জন্য দোয়া-মাগফিরাত করতে হবে। এতে তার ক্ষমার আশা করা যায়।

রোযার ফযিলত

٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

৩৪. অনুবাদ: হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, রোযা ব্যতিত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা আমার জন্য। তাই আমিই এর প্রতিদান দেব। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন রোযা পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার। যাঁর কবজায় মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিসকের চাইতেও সুগন্ধি। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে সে খুশী হয় এবং যখন সে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত করবে, তখন রোযার বিনিময়ে আনন্দিত হবে।[১২০]

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, বনী আদমের প্রত্যেক আমল নিজের জন্য। একমাত্র রোযা ব্যতিত। রোযা কেবল আমার জন্য। তাই রোযার বিনিময় আমি স্বয়ং নিজেই বান্দাকে দেব। অর্থাৎ অন্যান্য আমলের প্রতিদান দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা কর্তৃক প্রদান করা হবে। একমাত্র রোযার বিনিময় আল্লাহ্ দেবেন। অথবা এর অর্থ হল অন্য হাদিসে আছে-

---

১২০. সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস নং ১৭৮৩ ও মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-১১৫১

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ كَفَّارَةٌ اِلَّا الصَّوْمَ বনি আদমের প্রত্যেক আমলের কাফ্‌ফারা আছে রোযা ব্যতিত। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে বান্দার সকল আমল গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ প্রদান করা হবে। কিন্তু রোযাকে আল্লাহ্ তায়ালা কাফ্‌ফারা স্বরূপ অন্যকে প্রদান করবেন না। বরং বলবেন- বান্দা রোযা কেবল আমার জন্য রেখেছে তাই এর বদলা আমি নিজেই দেব। আর যদি أَنَا أُجزى পড়া হয় তখন মর্মার্থ হবে রোযার প্রতিদান স্বয়ং আমি নিজেই। অর্থাৎ অন্যান্য আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায় কিন্তু রোযা দ্বারা জান্নাতের মালিককে পাওয়া যায়।

রোযার ফযিলত সম্পর্কে হাদিসে কুদসীতে আরো আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ.

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল দশ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, রোযা ব্যতিত। কেননা রোযা আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমিই দেব। রোযাদার নিজের নফসের প্রবৃত্তি এবং খাবার পরিত্যাগ করে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশী। একটা ইফ্‌তারের সময় আর একটা (পরকালে) তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিশকের চেয়েও বেশী সুগন্ধি। আর রোযা (জাহান্নাম থেকে বাঁচার) ঢাল স্বরূপ।[১২১]

[১২১]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৭৩

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. রোযার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা দিবেন।

২. রোযা ব্যতিত অন্যান্য আমল গুনাহের কাফ্‌ফারায় চলে যাবে। কেবল রোযাকে বান্দার জন্য আল্লাহ্ রেখে দিবেন।

৩. রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়।

৪. রোযদার ইফতারের সময় এবং পরকালে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের সময় অত্যন্ত খুশী হয়।

৫. রোযা অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ এবং যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৬. রোযা বান্দা ও জাহান্নামের মধ্যখানে ঢাল স্বরূপ।

আল্লাহ্‌র ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করার পরিণাম

٣٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

৩৫. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমি কর্তৃক তার উপর ফরয ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করবেনা। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ করিনা, যতটা দ্বিধা-সংকোচ মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণ করি। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপছন্দ করি।[১২২]

[১২২]. বুখারী শরীফ, পৃ. ৯৬৩, হাদিস নং- ৬০৫৮

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ওলীগণকে এতই ভালবাসেন যে, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা মানে আল্লাহ্‌র সাথে শত্রুতা পোষণ করার শামিল। তাই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমার ওলীগণের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আল্লাহ্ তায়ালা ওলীগণকে কতই ভালবাসেন উপরোক্ত হাদিসে কুদসী দ্বারা পাঠক মাত্রই বুঝতে সক্ষম হবেন। পক্ষান্তরে ওলীগণের শত্রুদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা কত বেশী রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট তাও প্রমাণিত হয়। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র সত্যিকারের ওলীগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তারা যেন আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকে। আর সমগ্র সৃষ্টিজগত একত্রিত হলেও আল্লাহ্‌র সাথে মোকাবেলা করার বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নেই।

আল্লাহর ওলীগণ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র এমন নিকটবর্তী হয় যে, তাদের অঙ্গ-পত্যঙ্গের কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কুদরতী শক্তি প্রকাশ পায়। তারা আল্লাহ্‌র কাছে যা প্রার্থনা করে তিনি তা কবুল করেন।

হাদিসে পাকের শিক্ষাঃ

১. প্রকৃত ওলীগণ আল্লাহ্‌র বন্ধু।

২. তাদের কার্যক্রম আল্লাহ্‌র কুদরতী কলম হয়ে যায়।

৩. তাদের প্রার্থনা কবুল করা হয়।

৪. তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা আবশ্যক।

৫. ফরয ওয়াজিবের পর নফল ইবাদতের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ'র ফযিলত

٣٦. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ! فَيَقُولُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ فَيَقُولُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ {وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} (البقرة: ١٤٣) وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ.

৩৬. অনুবাদঃ হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে হযরত নূহ আ.কে ডাকা হবে। তিনি বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি উপস্থিত আছি। আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, আপনি কি আমার পয়গাম (উম্মতদেরকে) পৌছিয়েছেন? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তায়ালা নূহ আ.'র উম্মতগণের নিকট জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি কি তোমাদের নিকট পয়গাম পৌঁছিয়েছেন? তারা বলবে, আমাদের নিকট তো কোন ভয়প্রদর্শনকারী আসেনি। তখন আল্লাহ্ তায়ালা নূহ আ. কে বলবেন- আপনার পক্ষে সাক্ষী দেবে কে? তিনি বলবেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণ। অতঃপর তোমরা সাক্ষ্য দেবে যে, নূহ আ. পয়গাম পৌছে দিয়েছিলেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন।[১২৩] যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন– وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا আর এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায়

[১২৩]. সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৩৩৩৯, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ৩৯৮

করেছি- যাতে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রাসূল ﷺ সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে।[১২৪]

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে।[১২৫]

উম্মতে মুহাম্মদীর ফযিলত সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি এবং জবরদস্তী-মূলক কাজ আল্লাহ্ তায়ালা মার্জনা করে দিয়েছেন।[১২৬]

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} قَالَ إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى.

হযরত বাহয ইবনে হাকীম তাঁর পিতা থেকে তিনি তার পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الخ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা সত্তরতম উম্মতের পরিপূর্ণ করলে। তোমরাই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরাই তাদের মধ্যে সর্বোত্তম মর্যাদাবান উম্মত আল্লাহ্ তায়ালার নিকট।[১২৭]

তাওরাত গ্রন্থে উম্মতে মুহাম্মদীর ফযিলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুকাতিল ইবনে সুলায়মান রা. বর্ণনা করেন, একদিন হযরত মুসা

[১২৪]. সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৪৩
[১২৫]. সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ১১০
[১২৬]. ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৮৪
[১২৭]. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী, সূত্রঃ মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৮৪

আ. আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহ্! আমি ফলকসমূহে (তাওরাতের কপি) এক উম্মতের কথা দেখতে পাই যে, তারা হবে সুপারিশকারী এবং তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করুন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে উম্মতে মুহাম্মদী। মুসা আ. বললেন, হে আল্লাহ্! ফলকসমূহে এক উম্মতের কথা দেখতে পাই, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিনিময়ে যাদের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করুন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে উম্মতে মুহাম্মদী। মুসা আ. বললেন, হে আল্লাহ্! ফলকসমূহে এক উম্মতের কথা দেখতে পাই, তারা পানি ও মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করুন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে উম্মতে মুহাম্মদী। মুসা আ. বললেন, হে আল্লাহ্! ফলকসমূহে এক উম্মতের কথা দেখতে পাই, তারা সদকার মাল নিয়ে তা খাবে অথচ পূর্ব যুগের উম্মতেরা তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলত। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করুন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে উম্মতে মুহাম্মদী। মুসা আ. বললেন, হে আল্লাহ্! ফলকসমূহে এক উম্মতের কথা দেখতে পাই, তাদের কেউ কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে যদি তা না করে, তাহলেও তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হবে। আর যদি তা করে, তাহলে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশ গুণ এমনকি তার চেয়েও বেশী পরিমাণ লেখা হবে। আর যদি কোন গুনাহের কাজ করার ইচ্ছা করে, তাহলে তার জন্য কিছুই লেখা হবেনা। যদি তা করে তাহলে তার জন্য একটি মাত্র গুনাহ লেখা হবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করুন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে উম্মতে মুহাম্মদী। মুসা আ. বললেন, হে আল্লাহ্! ফলকসমূহে এক উম্মতের কথা দেখতে পাই, তাদের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করুন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে উম্মতে মুহাম্মদী।

হযরত কাতাদাহ র. থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। তাতে আরো রয়েছে- হযরত মুসা আ. বললেন, হে আল্লাহ্! ফলকসমূহে এক উম্মতের কথা দেখতে পাই, তারা হবে সকল উম্মতের শ্রেষ্ঠ। তারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করুন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হবে উম্মতে মুহাম্মদী। মুসা আ.

বললেন, হে আল্লাহ্! ফলকসমূহে এক উম্মতের কথা দেখতে পাই, তারা সর্বশেষ কিন্তু কিয়ামতের দিন হবে সবার চেয়ে অগ্রগামী। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করুন। আল্লাহ বললেন, তারা হবে উম্মতে মুহাম্মদী। মুসা আ. বললেন, হে আল্লাহ্! ফলকসমূহে এক উম্মতের কথা দেখতে পাই, তাদের বুকের মধ্যে কিতাব থাকবে। আর তারা দেখেও পাঠ করবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করুন। আল্লাহ বললেন, তারা হবে উম্মতে মুহাম্মদী। মুসা আ. কামনা করলেন যে, তিনি যদি উম্মতে মুহাম্মদীর সদস্য হতে পারতেন! আল্লাহ্ তায়ালা তখন মুসা আ.'র প্রতি ওহী পাঠালেন- يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ "হে মুসা! আমি তোমাকে সকল মানুষের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি আমার রিসালত ও আমার সাথে কথা বলার জন্য। অতএব, আমি তোমাকে যা দান করি, তুমি তা গ্রহণ কর এবং শোকর গুজার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর মুসা আ.'র সম্প্রদায় থেকে এমন একদল লোক হবে যারা সত্য পথের হেদায়েত করবে এবং সে মোতাবেক চলবে।" মুসা আ. তখন সন্তুষ্ট হলেন।[১২৮]

কা'বুল আহবার র. বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা এই উম্মতকে এমন তিনটি বিষয় দ্বারা সম্মানিত করেছেন, যা দ্বারা তিনি আম্বিয়ায়ে কিরামকে সম্মানিত করেছেন। যথা-

১. আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে তার উম্মতের জন্য সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। আর এই উম্মতকে গোটা মানবজাতির জন্য সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন।

২. তিনি রাসূলগণকে বলেছেন- يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا "হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করুন এবং নেক কাজ করুন।" তেমনি এই উম্মতের জন্য বলেছেন- كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ "আমি তোমাদের যে পবিত্র রিযিক দান করেছি, তোমরা তা থেকে আহার কর।"

৩. তিনি বলেছেন, প্রত্যেক নবীর এমন একটি দোয়া করার অধিকার দেয়া হয়েছে যা অবশ্যই কবুল হবে। আর তিনি এই উম্মতকে বলেছেন-

---

১২৮. তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ ৫৩০

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ "তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব।"[১২৯]

হযরত আদম আ. বলেছিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীকে এমন চারটি সম্মান দান করেছেন যা আমাকে দান করা হয়নি।

১. আমার তাওবা কবুল হয়েছিল মক্কায়। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদী সব জায়গা থেকে তাওবা করবে এবং তাওবা কবুল হবে।

২. আমি পোশাক পরিহিত ছিলাম। কিন্তু যখন ভুল করলাম, আল্লাহ্ আমাকে বিবস্ত্র করলেন। আর উম্মতে মুহাম্মদী বিবস্ত্র অবস্থায় নাফরমানী করবে অথচ আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে পোশাক দান করবেন।

৩. আমি যখন ভুল করেছিলাম তখন আমার স্ত্রী থেকে পৃথক করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদী নাফরমানী করলেও তাদেরকে তাদের স্ত্রী থেকে পৃথক করে দেয়া হবেনা।

৪. আমি জান্নাতে অবস্থান করে ভুল করেছিলাম। তাই তিনি আমাকে সেখান থেকে বের করে দেন। আর উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতের বাইরে নাফরমানী করবে। অতঃপর তাওবার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৩০]

- উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।
- উম্মতে মুহাম্মদীর কিয়াস শরীয়তের দলীল সাব্যস্ত হয়েছে।
- উম্মতে মুহাম্মদী বয়স কম পাবে কিন্তু আমলের সাওয়াব পাবে বেশী।
- উম্মতে মুহাম্মদীকে বনী ইস্রাঈলের নবীগণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
- সব উম্মতের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এরূপ আরো বহু ফযিলত বর্ণিত আছে, বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় সংক্ষিপ্ত করা হল।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. উম্মতে মুহাম্মদীই হল সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।
২. উম্মতে মুহাম্মদী কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী নবীগণের পক্ষে সাক্ষী হবে।
৩. শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়াই শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার অন্যতম কারণ।

[১২৯]. তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬
[১৩০]. তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৫৩৬

আল্লাহ্‌র অপূর্ব নিয়ামত

৩৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ}

৩৭. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত সামগ্রী তৈরী করে রেখেছি, যা কোন নয়ন দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন অন্তকরণের চিন্তায় আসেনি। আবু হোরায়রা রা. বলেছেন, তোমরা চাইলে (প্রমাণস্বরূপ) এ আয়াত পাঠ কর- কেউ জানেনা তাদের জন্য নয়ন শীতলকারী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।[১৩১]

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ তায়ালা সৎ লোকের নেকী সমূহ নষ্ট করেন না বরং শত সহস্রগুণ বৃদ্ধি করে রেখে দেন। বান্দার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত আকর্ষনীয় নিয়ামত সামগ্রীর রূপ, স্বাদ মানুষের ধ্যান-ধারণার বাইরে। বান্দার কল্পনাতীত নিয়ামত সামগ্রী আল্লাহ্ বান্দার জন্য তৈরী করে রেখেছেন। জান্নাতে ঐ সব নিয়ামত পেয়ে বান্দা খুশী হয়ে যাবে এবং আবাদুল আবাদ পর্যন্ত তা ভোগ করতে থাকবে।

হাদিসে পাকের শিক্ষা:

১. নেককার লোকদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাত ও জান্নাতের বিভিন্ন লোভনীয় নিয়ামত সৃষ্টি করে রেখেছেন।
২. আল্লাহ্‌র নিয়ামতরাজী মানুষের চিন্তা-চেতনার বাইরে। এমন নিয়ামত ভোগ করবে যার সৌন্দয্য ও স্বাদ মানুষের কল্পনায়ও আসেনি।

[১৩১]. সহীহ বুখারী শরীফ, পৃ. ৭০৪, হাদিস নং- ৪৪২১

নবী করিম ﷺ'র মমতা

৩৮. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا وَنُؤْمِنُ بِكَ قَالَ وَتَفْعَلُونَ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدَعَا فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ.

৩৮. **অনুবাদঃ** হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা নবী করিম ﷺ কে বলল, আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন তিনি সাফা পর্বতকে আমাদের জন্য স্বর্ণ বানিয়ে দেন। তাহলে আমরা ঈমান আনব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- তোমরা কি ঈমান আনবে? তারা বলল, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি দোয়া করলেন। অতঃপর জিব্রাঈল আ. তাঁর নিকট আসলেন আর বললেন, আপনার পালনকর্তা আপনাকে সালাম দিচ্ছেন আর বলেছেন- যদি আপনি চান তবে সাফা পর্বত স্বর্ণ হয়ে যাবে। এরপর তাদের মধ্যে যারা কুফুরী করবে আমি তাদেরকে এমন আযাব দেব পৃথিবীতে অন্য কাউকে এরূপ আযাব দেব না। আর যদি আপনি চান তবে আমি তাদের জন্য তাওবা ও রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দেব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে আপনি তাওবা ও রহমতের দরজা খুলে দিন।[১৩২]

ব্যাখ্যাঃ মক্কার কাফেররা নবী করিম ﷺকে অক্ষম করার জন্য অবাস্তব ও অযৌক্তিক প্রশ্ন করেছিল। তিনি তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দোয়া করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা একটি ভীতিজনক বাণী শুনালেন যা তাদের জন্য ছিল অমঙ্গলজনক।

[১৩২]. সুনানে তাবরানী, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ৪০৮

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আপনার দোয়ায় তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে বটে কিন্তু এরপর যদি কেউ আমার নাফরমানী করে আমি তাদেরকে বিরল শাস্তি দেব যা পৃথিবীতে কাউকে দেয়া হয়নি।

হযরত সালেহ আ.'র নিকট তার অবাধ্য সম্প্রদায়ের লোকেরা পাথর থেকে জীবন্ত উটনী বের করার আবেদন করেছিল। তাঁর দোয়ায় পাথর থেকে উটনী বের হল কিন্তু সেই উটনীই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। তাই নবী করিম ﷺ তাদের প্রতি সদয় হয়ে ধ্বংসের পরিবর্তে তাদের জন্য তাওবা ও রহমতকে গ্রহণ করেছেন।

তা ছাড়া ইতিপূর্বে তাদের প্রত্যাশিত অনেক বড় বড় মু'জিযা দেখেও তারা ঈমান আনে নি। এ ক্ষেত্রেও তার বিপরীত হত না।

তাদের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন- وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসলেই তারা তা থেকে বিমুখ হত।[১৩৩] وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এটা তো চিরাগত জাদু।[১৩৪]

হাদিসে পাকের শিক্ষাঃ

১. কাফির-মুশরিকদের উদ্দেশ্য হয় সর্বদা আহলে হককে অক্ষম করা।
২. নবী করিম ﷺ মানুষের ধ্বংসের চেয়ে তাওবা ও রহমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেন তাদের কিংবা তাদের বংশধরদের কেউ মুসলমান হোক।
৩. কারো কাছে কেউ দোয়া চাইলে দোয়া করা উচিত। এটা সুন্নাতে রাসূল।

[১৩৩]. সূরাঃ আনআম, আয়াতঃ ৪
[১৩৪]. সূরাঃ কামার, আয়াতঃ ২

ছয়টি অভ্যাস

৩৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((سَأَلَ مُوْسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَاصَّةً، وَالسَّابِعَةُ لَمْ تَكُنْ لِمُوْسَى يُحِبُّهَا، قَالَ: يَا رَبِّ! أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى؟ قَالَ: اَلذِىْ يَذْكُرُاللهَ وَلَا يَنْسَى. قَالَ: فَأَىُّ عِبَادِكَ أَهْدى؟ قَالَ: اَلَّذِىْ يَتَّبِعُ الْهُدى. قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟ قَالَ: اَلَّذِىْ يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَأَىُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟ قَالَ: عَالِمٌ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، قَالَ: فَأَىُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟ قَالَ: اَلَّذِىْ قَدَرَ عَفَا. قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: اَلَّذِىْ يَرْضَى مِمَّا أُوْتِيَ ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ؟ قَالَ: صَاحِبُ سَفَرٍ.

৩৯. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত মুসা আ. স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ছয়টি অভ্যাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন যা তিনি নিজের জন্য খাস মনে করতেন। তবে সপ্তমটি মুসা আ.'র কাছে ছিলনা। কিন্তু সেটি তাঁর কাছে খুবই প্রিয় ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আপনার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী কে? আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, যে আল্লাহকে স্মরণ রাখে এবং ভুলে যায়না। মুসা আ. বললেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হেদায়েতপ্রাপ্ত কে? আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, যে হেদায়েতের অনুসরণ করে। মুসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাকেম কে? আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, যে অন্য লোকের জন্য এমন ফায়সালা করে যেমন নিজের জন্য করে। মুসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে? আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, এমন জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি জ্ঞান আহরণ করে পরিতৃপ্ত হয়না। সে লোকের জ্ঞানকে নিজের জ্ঞানের দিকে একত্রিত করে।

মুসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্মানী কে? আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, যে প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। মুসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী কে? আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, ঐ ব্যক্তি যাকে যা দেয়া হয়েছে তাতে সে সন্তুষ্ট। মুসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীর কে? আল্লাহ্ তায়ালা বললেন মুসাফির।[১৩৩]

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদিস শরীফে জলিলুল কদর পয়গাম্বর হযরত মুসা আ. মানব চরিত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেছেন। এই ছয়টি অভ্যাস যদি মানবজাতি নিজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটাতে পারে তবে সে একজন পরিপূর্ণ মু'মিন হিসাবে গণ্য হবে।

হাদিসে পাকের শিক্ষাঃ

১. হযরত মুসা আ. উত্তম চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই এসব চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা থেকে উত্তর জেনে নিয়েছেন।
২. উক্ত হাদিসে আল্লাহ্ তায়ালা জ্ঞানীর, ক্ষমাকারীর, মুত্তাকীর, অল্পে তুষ্ট ব্যক্তির এবং ন্যায়পরায়ন বিচারকের ফযিলত বর্ণনা করেছেন।
৩. এসব চরিত্র নিজের মধ্যে পরিস্ফুটিত করতে পারলে সে পরিপূর্ণ ও উত্তম চরিত্রবান মু'মিন বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

[১৩৩]. সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬২১৭, সূত্রঃ সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ, পৃ. ৪৪১

আল্লাহ্‌র আহ্বান

٤٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِى فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَلَهُ .

৪০. অনুবাদঃ হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি রাতের শেষভাগে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অতঃপর বলেন কে আছ আমার কাছে দোয়া কর। আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছ আমার কাছে চাও। আমি তার চাহিদা পূরণ করব। কে আছ আমার কাছে মাগফিরাত কামনা কর, আমি তাকে মাফ করে দেব।[১৩৬]

ব্যাখ্যাঃ মানুষ যখন নিদ্রায় মগ্ন, সমগ্র সৃষ্টি জগত নিরব-নিঝুম থাকে রাতের শেষ বেলায় তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কুদরতী শান অনুযায়ী দুনিয়াবী আসমানে এসে বান্দাকে আহ্বান করেন যেন তাঁর কাছে তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রার্থনা করে। কারণ তখন যা চাওয়া হয় তা দেওয়া হয়। এটি দোয়া কবুল হওয়ার সময়। এ সময় দাতা নিজে এসে গ্রহীতাকে ডাকছে। তাই এ সময় গ্রহীতা যা চাইবে দাতা তা অবশ্যই দেবেন।

উপরোক্ত হাদিসে কেবল তিন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। অথচ মানুষের চাহিদার শেষ নাই এবং সমস্যারও অন্ত নাই। অতএব, এসময় যে কোন বৈধ বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা যায়। আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দাগণ এ সময় ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে যিকির করে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। এ সময় নিরব-নিস্তব্ধে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হওয়া যায়।

১৩৬. সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭৪৯৪, সূত্রঃ আল আহাদীসুল কুদসীয়্যাহ, পৃ. ৬৪

হাদিসে পাকের শিক্ষাঃ

১. আল্লাহ্ এমন দাতা যিনি গ্রহীতার কাছে এসে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেন।

২. শেষ রাতের দোয়া কবুল হয়। অধিকাংশ বুর্যুগানেদ্বীন রাতের শেষ ভাগে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত দোয়া-প্রার্থনায় মগ্ন থাকেন।

৩. শেষ রাতে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত নাযিল হয়।

৪. প্রতি শেষ রাতে আল্লাহ্ দুনিয়াবী আসমানে এসে বান্দাকে এভাবে আহ্বান করেন।

সমাপ্ত

তথ্য পঞ্জি

১. আল কুরআন।

২. সহীহ বুখারী শরীফ – মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী র. (২৫৬হি.)

৩. সহীহ মুসলিম শরীফ – ইমাম মুসলিম র. (২৬১হি.)

৪. জামে তিরমিযী শরীফ – ইমাম তিরমিযী র. (২৭৯হি.)

৫. সুনানে আবুদ দাউদ শরীফ – ইমাম আবু দাউদ র. (২৭৫হি.)

৬. সুনানে নাসাঈ শরীফ – ইমাম নাসাঈ র. (৩০৩ হি.)

৭. সুনানে ইবনে মাজাহ – ইমাম ইবনে মাজাহ র. (২৭৩হি.)

৮. মুয়াত্তা ইমাম মালিক – ইমাম মালিক র. (১৭৯হি.)

৯. মুসনাদে আহমদ – ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. (২৪১হি.)

১০. মিশকাতুল মাসাবীহ – ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ র. (৭৪৯হি.)

১১. তাম্বীহুল গাফেলীন – ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি র. (৩৭৩হি.)

১২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ – নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর র. (৮০৮হি.)

১৩. শোয়াবুল ঈমান – ইমাম বায়হাকী র. (৪৫৮হি.)

১৪. হায়াতুল হাইওয়ান – ইমাম দুমাইরী র. (৮০৮হি.)

১৫. সহীহ ইবনে হিব্বান – মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪হি.)

১৬. আল মু'জামুল আওসাত – ইমাম তাবরানী র. (৩৬০হি.)

১৭. শরহুস সুদূর – ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী র. (৯১১হি.)

১৮. তাফসীরে নঈমী – মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী র. (১৩৯১হি.)

১৯. সহীহ আহাদীসে কুদসীয়্যাহ – মুহাম্মদ আমানুল্লাহ নাসির মদনী

২০. আল আহাদীসুল কুদসীয়্যাহ আরবী।

Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com
PDF by (Masum Billah
Sunny)

[illegible] মুহাম্মদ ওসমান গণি (১৯৬৬) নীতির [illegible] অনুসরণ ও সাদামাটা জীবন-যাপনে [illegible] উপজেলাধীন রাজানগর গ্রামের [illegible] জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর পিতা মরহুম [illegible] মরহুমা আলহাজ্বা আনোয়ারা বেগম। [illegible] ব্যক্তিত্বের শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি [illegible] জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার 'হিফজুল [illegible] বিভাগ'। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের মাধ্যমে পবিত্র [illegible] হিফজ' সমাপনান্তে (১৯৮৫) আওলাদে রাসূল [illegible] আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.)'র পবিত্র হাতে দস্তারে ফজিলত অর্জন ও কাদেরীয়া ত্বরীকায় বায়আত গ্রহণ করেন (১৯৮৬)। দাখিল ৬ষ্ঠ (১৯৮৬) শ্রেণিতে জামেয়ায় ভর্তি হয়ে দাখিল (১৯৯১), আলিম (১৯৯৩), ফাযিল (১৯৯৫), কামিল হাদিস (১৯৯৭) ও কামিল ফিক্বহ (১৯৯৯) কৃতিত্বের সাথে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে অত্র জামেয়ায় তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষা জীবন শেষ হয়। তাছাড়া তিনি গ্রেজুয়েশন ডিগ্রী অর্জন করেন। ছাত্র জীবনে বরাবরই ক্লাশে প্রথম স্থান লাভ এবং সকল সহপাঠির কাছে শিক্ষকের মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টি তার শিক্ষা জীবনের অনন্য কৃতিত্ব। যার ফলে অগ্রজ-অনুজ ছাত্রসহ সম্মানিত শিক্ষকগণের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয়। শিক্ষা জীবন শেষে পবিত্র হাদিস বর্ণনাকারীগণের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত গ্রন্থ *'ছিহাহ ছিত্তাহ'র রাবী পরিচিতি'* (১৯৯৮), *'বিষয়ভিত্তিক কারামাতে আউলিয়া'* (২০১২) *'বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল দ.'*, *'শরহে মুসনাদে ইমাম আ'যম আবু হানিফা র.'*, *'বার মাসের আমল ও ফযিলত'* এবং *'কুরআন হাদিসের আলোকে নবী-রাসূলগণের জীবনী'* রচনা ও প্রকাশ করে গুণীজন এবং পাঠক সমাজে সমাদৃত ও প্রশংসিত হন। তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় ২০০০ খ্রি. থেকে অদ্যবধি শিক্ষকতায় নিয়োজিত। তাঁর শিক্ষকতা জীবন স্বনামধন্য। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি মাসিক তরজুমানসহ বিভিন্ন ম্যাগাজিন, স্মারক গ্রন্থ ও সাময়িকীতে ভাল লিখার জন্য সম্মাননা অর্জন করেন। তাছাড়া সামাজিক সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে ইসলামী তাহযিব-তামাদ্দুন চর্চায় সমাজে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। ১৯৯৯ ও ২০০৮ খ্রি. আজমীর (ভারত) সফর করে খাজা মুঈনুদ্দীন (র.) ও আউলিয়ায়ে কেরামের যিয়ারত করেন। ২০০৪ ও ২০১৭ খ্রি. হজ্বে বাইতুল্লাহ ও যিয়ারতে মদীনা মনোওয়ারা পালন করেন। ২০০৯ খ্রি. (রমযান) এবং ২০১৩ খ্রি. সপরিবারে পবিত্র ওমরা পালন করেন। ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রি. চট্টগ্রাম বালুচরা নিবাসী আলহাজ্ব সৈয়দ গোলাম মহিউদ্দিন সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা সৈয়দা জিনাত আরা'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি এক মেয়ে ও দুই ছেলের জনক। ভবিষ্যতে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান-চর্চা ও ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে অসামান্য অবদান রাখবেন প্রত্যাশা করি।-

- প্রকাশক

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থা